এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

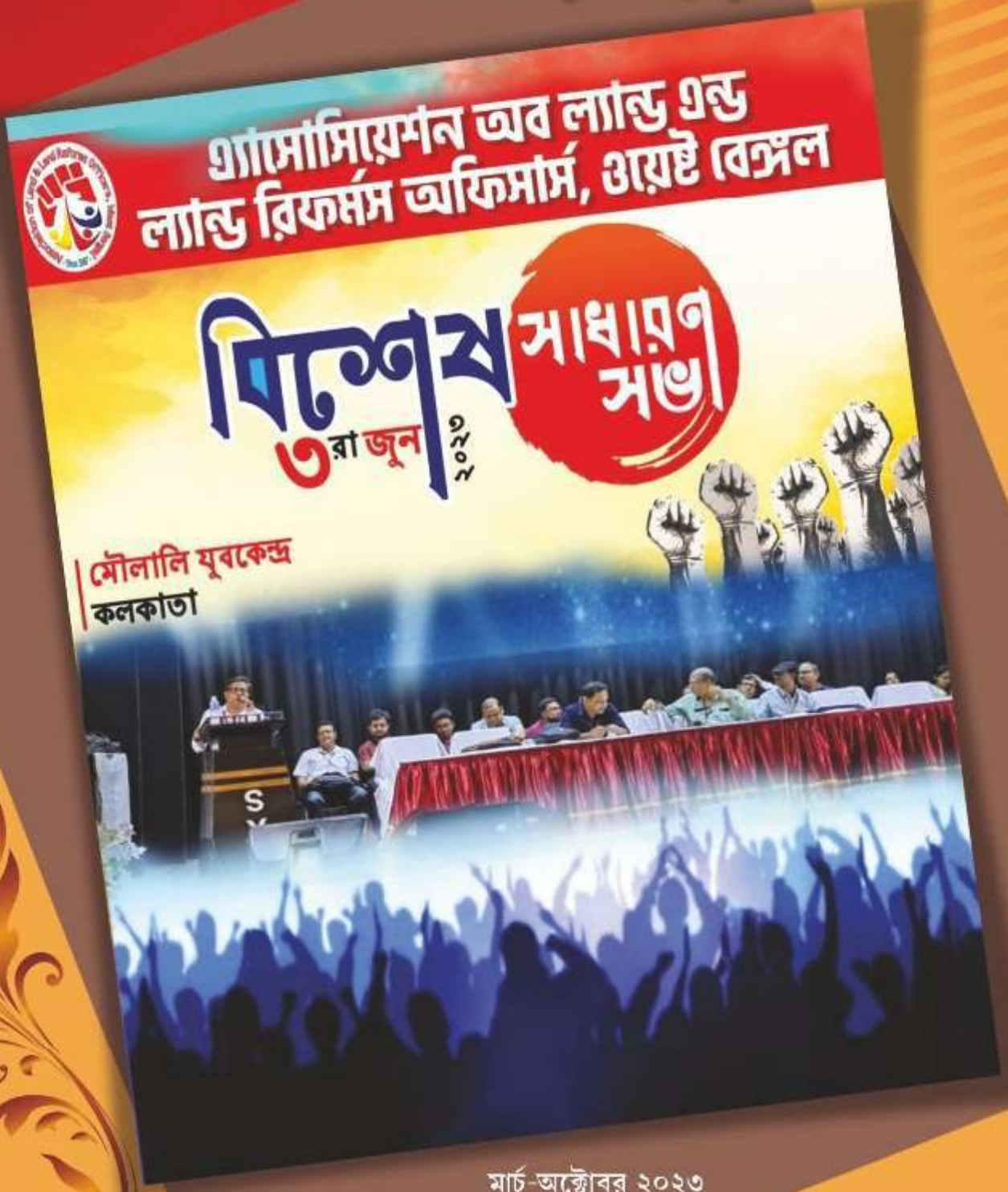

মার্চ-অক্টোবর ২০২৩

বর্দ্ধিত জেলা - কমিটি সভা

আলো পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয়-পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ-অক্টোবর ২০২৩

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, শুভ্রান্ত ঘটক, তৃষিত সেনগুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১

২. বিশেষ সাধারণ সভা: প্রেক্ষাপট ও করণীয়
কৃশানু দেব ৩

৩. সমিতিগত তৎপরতা ২৫

৪. সমিতি-সংবাদ ৩৭

৫. প্রয়াত নেতৃত্বের 'স্মরণ-সভা' (রিপোর্টাজ) ৩৯

৮. স্মরণ ৪৪

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা : শুভ্রাংশু বসু

সম্পাদকীয়

'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'

"তোমার ওড়ানো সেই অলীক ফানুসে
জেগে আছে বিভাজন, আর কাঁটাতার
চেয়েছ ভাঙন যত মানুষে-মানুষে
হাত তত ছুঁয়ে গেছে হাতের কিনার..."

বিভাজিত সমাজব্যবস্থা সভ্যতায় সঙ্কট তৈরী করে, ঐতিহাসিকভাবে এই সত্য নতুন করে প্রমাণের অবকাশ বা প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রয়োজন সেই সত্যকে স্বীকার করার, শিক্ষা নেওয়ার এবং অবশ্যই আত্মীকরণের। তবু সেই শিক্ষা আজও সার্বজনীন হয়নি। তাই বিভাজনের প্রকারভেদ বেড়েছে, সেই প্রকারভেদকে কায়েমী স্বার্থে ব্যবহারের প্রয়োগ পদ্ধতি পাল্টেছে, তার প্রতিক্রিয়া পাল্টেছে কিন্তু 'Inclusion', 'Exclusion' এর দ্বন্দ্ব থামে নি, থামার কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। সেই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরেও কখনও জ্বলন্ত চেহারার মধ্যে দিয়ে মণিপুরে প্রকাশ পায় আবার কখনও সামরিক ভারী বুটের আওয়াজ হয়ে হরিয়ানায় উপস্থিত হয়ে জানিয়ে দেয় সে আছে, ভীষণভাবেই আছে। আবার পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের এই দেশেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পরিসরে "Inclusion", "Exclusion" এর দ্বন্দ্বেও যে নগ্ন হিংস্রতা, লুণ্ঠন

হত্যাকাণ্ড ঘটে চলে তাতে কিছু সংশয় তৈরী হয়। গণতন্ত্রিক ব্যবস্থায় রক্তপাত বা সশস্ত্র হিংস্রতার অনুপ্রবেশ-এর মধ্যে একটা ব্যর্থতা বা বিফলতা আছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই ব্যর্থতা বা বিফলতাকে স্বীকার করা হয় না উপরন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে অভিহিত করা হয়। এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়—এই অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে মূল দায় ঝেড়ে ফেলা যায় না। পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সাথে সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তনে কার্যকরী ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ-ই মূল কথা। প্রথমটি চেতনার প্রশ্ন, দ্বিতীয়টি প্রয়োগের প্রশ্ন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দুটি প্রশ্নই ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের যথাযথ সঠিক উত্তর প্রদানের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যতের অভিমুখ নির্ধারণের উত্তর লুকিয়ে আছে। এই উত্তর নির্ধারণের মৌলিক দায় এই দেশের মানুষের উপর বর্তায়, উন্নত চেতনার মানুষের সেই দায় আরো বেশী। কায়েমী স্বার্থ, পরিচিতি সত্ত্বার ক্ষুদ্রতাকে সার্বিক ঐক্য দিয়েই জয় করতে হবে, এর বিকল্প বা শর্টকাট কিছু নেই।

এই লড়াই কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু না লড়লে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। ''Inclusion'', ''Exclusion'' এর এই দ্বন্দ্ব সর্বত্রই আছে। বৃহত্তর সামাজিক অসংগঠিত ক্ষেত্রেও তেমনি আছে। কৃষিতে আছে তার অর্থ এই নয় যে শ্রমিককে সে রেয়াত করছে। করার কথাও নয়। কারণ বিভাজনের ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্ত্রণ করা নিজেদের স্বার্থেই একটি Eco-system গড়ে তোলে ব্যবস্থাকে পোক্ত করে টিকিয়ে রাখার জন্যে। তার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করা এবং লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সার্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়েছে। জাত, পাত, ধর্ম, পরিচিতি সত্ত্বার কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।

বর্তমান শতাব্দী বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তির শতাব্দী। সেখানে অন্ধবিশ্বাসের স্থান কোথায়? ''Age of reasoning''-কে ''Age of belief without reason''-এ পর্যবসিত করা যায় না। তবু সে চেষ্টা চলেছে। বহুত্ববাদকে হত্যা করে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরুত্থানবাদী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার কৌশলী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আবার একইসাথে গিগ অর্থনীতির প্রসারের ফলে নির্দিষ্ট কাজের ঘণ্টা এবং বিধিসম্মত ন্যুনতম মজুরির ধারণায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে। কোনটাই পৃথক বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। দ্বিতীয়টিকে আরো প্রসারিত করার জন্যই প্রথমটিকে সুকৌশলে ব্যবহার করা হচ্ছে, এরা ভীষণভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-এর মধ্যেও আন্তঃসম্পর্ক আছে। অর্থাৎ বর্তমান আকাশ থেকে পড়েনি তার জন্মও হয়েছে এখন যাকে অতীত বলা হচ্ছে তার গর্ভ থেকেই। কোন ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রাকশর্ত পূরণ ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়। আবার যে রূপে বর্তমানকে আমরা কল্পনা করেছিলাম সেই কলেবরে বর্তমান উপস্থিত না হলে ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত রূপ উদ্ঘাটনের প্রণোদনা সুস্থ মানুষ, সংগঠন উভয়েরই কাম্য। সেই দায় অস্বীকার করা যায় না। সেখানেও প্রয়োজন হয় পরিচিতি সত্বা ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করে সার্বিক ঐক্য গড়ে তোলার, ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দেওয়ার। এই ঐক্য যত দৃঢ় হয় ভবিষতের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান তত সাবলীল হয়। Excluded থেকে Included হওয়াটাও তো লড়াই, খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বার্থ নয় সর্বাঙ্গীন উত্তরণই ভবিষ্যৎ-সেখানে বিভাজনের কোন স্থান নেই।

সার্বিক এই পরিমণ্ডলেই আমাদের পরিসরের সংগ্রাম-আন্দোলনও তার আগামী দিনের পথচলার দিশা নির্ণয়ে ব্রতী। সাধারণভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, সাধারণ নাগরিকরূপে অধিকার রক্ষার যে সামূহিক লড়াই-আন্দোলন তার সঙ্গে ক্যাডারস্বার্থ তথা অধিকাররক্ষার লড়াই-ও এই সূত্রেই ওতঃপ্রোত জড়িত। এই আন্তঃসম্পর্ককে মাথায় রেখেই আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে উন্নততর পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে, দিশাহীন হঠকারিতা বা হতাশ্বাস তামসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখেই পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'সংগঠন'কে আরো মজবুত করে গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'—এই প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়ে।।

বিশেষ সাধারণ সভা

প্রেক্ষাপট ও করণীয়

কৃশানু দেব

বিগত ২৯শে মার্চ, ২০২৩ বিভাগীয় সার্ভিস (WBLRS) গঠিত হয়েছে। সার্ভিস গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে R.O., SRO-II এবং SRO-I (২ জন বাদে সকলেই বর্তমানে WBLRS-এ অন্তর্ভুক্ত) দের স্বার্থরক্ষাসহ বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে বিগত ৩রা জুন, ২০২৩ আমাদের প্রিয় সংগঠনের বিশেষ সাধারণ সভা বা Extraordinary General Meeting (EGM) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সভা থেকে ক্যাডারস্বার্থে আর্থিক দাবীদাওয়াসহ অন্যান্য দাবীদাওয়া উপস্থিত তিন শতাধিক অনুগামীর সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। সার্ভিসের অসম্পূর্ণতা ও তা থেকে উত্তরণের জন্য নতুন দাবীসনদ রচনা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যাসহ গৃহীত দাবীসনদটি আপনাদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায়প্রকাশ করা হলো।

বিগত **৩রা জুন, ২০২৩**-এ অনুষ্ঠিত EGM-এ ক্যাডারগত দাবীদায়োর ইতিহাস ও বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রিয় সংগঠনের গৌরবময় ভূমিকার কথাও আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার নির্যাস সংক্ষেপে সদস্যবন্ধু তথা ক্যাডারদের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করছি। তাই এই লেখার অবতারণা।

১৯৮৭ সালের ২৩শে মে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর ক্যান্টিন হলে কনভেনশনের মধ্য দিয়ে প্রিয় সংগঠনের পথচলা শুরু। তার পূর্বে অবিভক্ত সমিতির অন্দরে মূলতঃ ক্যাডারগত দাবীদাওয়া গঠন ও দাবীদাওয়া অর্জনের জন্য লড়াই-আন্দোলনের পথ নিয়ে তীব্র মতানৈক্য তৈরী হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি আমাদের সমিতির নবরূপায়ণ। মনে রাখতে হবে ১৯৮২ সাল থেকে PSC-র মাধ্যমে WBLR-এর GR-C থেকে WBSLRS Gr-I এর recruitment শুরু হয়। তার পূর্বে এই দপ্তরে KGO নিয়োগ হত এবং ১৯৭৪ সালে প্রথম দফায় আট শতাধিক ও ১৯৭৮ সালে তিন শতাধিক KGO নিয়োগ হয়েছিল মূলতঃ বিপুল পরিমাণ বকেয়া কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে। কিন্তু ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত সমিতির নেতৃত্বে ক্যাডারগত আর্থিক দাবীদাওয়া কিছুই আদায় হয়নি।

১৯৮৭ সালে সংগঠন তৈরী হওয়ার আগের বছরের শুরুতেই তৃতীয় বেতন কমিশন গঠিত হলো। সংগঠন দাবী করলো ''WBSLRS Gr-I বা R.O-দের WBCS GR-'C' এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৪নং স্কেল দিতে হবে।'' 'C' গ্রুপে Jt. BDO-রা ১৪নং বেতনক্রম পেতেন। আর ঐ একই গ্রুপ থেকে WBSLRS Gr-I বা R.O.-দের recruitment হতো ১০নং বেতনক্রমে। জন্মলগ্ন থেকেই সংগঠনের উত্থাপিত আর্থিক দাবীদাওয়ার মূল ভিত্তি ছিল Base cader-এর অর্থাৎ R.O. দের বেতনক্রমের উন্নতি। ৩৬ বৎসর অতিক্রম করে আজও সংগঠন সেই মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি তা আপনারা যুক্তিবোধ দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন।

১৯৯৫ সাল—সংগঠন তথা ক্যাডারদের ইতিহাসে এক মাইলস্টোন। ৩য় বেতন কমিশনের সুপারিশ ও পরবর্তীতে পে রিভিউ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক R.O. দের বেতনক্রম ১০নং থেকে ১২নং হলো। সংগঠনের দাবী সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হলেও অন্তত একটা ধাপ এগোনো গেলো। সঙ্গে সংগঠনের যুক্তিসঙ্গত দাবী মেনে নিয়ে ১২নং স্কেল এর effect দেওয়া হলো ৩য় বেতন কমিশনের date of effect থেকে অর্থাৎ ০১.০১.১৯৮৬ থেকে। ফলতঃ ক্যাডারের বড় অংশের কর্মী বেশ ভাল পরিমাণ টাকা বেতনের arrear হিসাবে পেলেন।

ঐ বছরেই আরও একটি সংগ্রামে সংগঠন জয়ী হলো। সেই সময় R.O.দের Sanctioned strength ছিলো ১৮৮৫ এবং SRO-II (R.O. দের promotion post) দের Sanctioned strength ছিল ৫৬০। এর ফলে R.O. থেকে SRO-II প্রমোশন পেতে দীর্ঘ সময় লাগতো এমনকি ২২ বছর সময়ও লেগেছে অনেকের প্রমোশন পেতে। তাই আমরা দাবী করি ৩৬১টি R.O পদকে convert করে SRO-II পদে সংযুক্ত করতে।

কেবলমাত্র আমাদের সমিতিই তৃতীয় পে কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবী জানিয়েছিল R.O. দের প্রমোশনে নিদারুণ বিলম্ব দূর করতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় SRO-II পদ বৃদ্ধি করতে। তৃতীয় পে কমিশন সমিতির এই দাবীর যথার্থতা মেনে নিয়ে সরকারকে পরামর্শ দেন প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য। ঐ সুপারিশকে পাথেয় করে সমিতি তৎকালীন ভূমিমন্ত্রীর সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছিল এবং সেদিনই সমিতির নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই তৎকালীন Secretary, Board of Reveneu (I.S.U চালু হবার পর বর্তমানে যে-পদটি অবলুপ্ত) Mr. N. K. Raghupati, I.A.S. মহোদয় কর্তৃক সমিতির স্মারকলিপি খতিয়ে দেখে একটি নথি প্রস্তুত করে অবিলম্বে তা' মন্ত্রী-মহোদয় সমীপে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তথাপি এই দাবী আদায়ের জন্য নিয়োগকর্তা তথা বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকদের সাথে আমাদের যতটা দর কষাকষি করতে হয়েছে তার থেকে অনেক বেশী শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে ক্যাডারের মানুষদের বোঝাতে। কারণ অপর সমিতিটি এই দাবীর সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছিল। এর মধ্যে দিয়ে পদ সংকোচন হবে বলে লাগাতার কুৎসা করেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। ফলতঃ ক্যাডারের একটা বড় অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু সমস্ত চক্রান্তকে নস্যাৎ করে ৩০১টি SRO-II পদবৃদ্ধির আদেশনামা প্রকাশিত হয় ঐ বছরেই। তার ফলে R.O থেকে SRO-II পদে প্রমোশন পরবর্তীকালে ৬/৭ বছরে নেমে এসেছিল। বর্তমানে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় R.O. দের সমসময়ে প্রমোশন অবহেলিত হচ্ছে। যথাযথ উদ্যোগ নিলেদেড়শোর বেশী R.O. এখনই প্রমোশন পেতে পারে।

২০০৯ সাল—সংগঠনের একক প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক সাফল্য—R.O. দের স্কেল ১২ নং থেকে ১৪ নং হলো। ৩য় বেতন কমিশনের পরে ৪র্থ বেতন কমিশনে আবার আমরা দাবী করলাম R.O. দের C গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৪নং স্কেল দিতে হবে। ৪র্থ বেতন কমিশন R.O. দের ১২ নং স্কেলকে 'Just and proper' বলে আমাদের দাবী খারিজ করে দিল। মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই ক্যাডারের মধ্যে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের জন্য দাবী উঠতে শুরু করেছে। একটি সংগঠন প্রথম থেকেই 'One tier one service' অর্থাৎ R.O. দের ১৬নং বেতনক্রম দিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন করার দাবী করে আসছিল। দাবীটি অত্যন্ত lucrative সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ক্যাডারকে বিশেষতঃ R.O. দের আকর্ষণ করার জন্য এর

থেকে ভালো আর কিছু হয় না। কিন্তু এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি ঐ সময় ছিল কি? যে R.O. রা ১০ নং বেতনক্রমে আছেন তাদের ১৬নং স্কেল দিয়ে One tier service গঠন—এই প্রলাপের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। পক্ষান্তরে আমাদের প্রস্তাবিত দ্বি-স্তরীয় সার্ভিস নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম। বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের বিষয়টি নিয়ে ২০০০ সালে তদানীন্তন অধিকর্তা শ্রী পরিমল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। সংগঠনগুলি তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য কমিটির নিকট পেশ করেন। অপর সমিতির 'one tier, one service' এর দাবী সম্পর্কে সার্ভিস কমিটি মন্তব্য করে ''Figment of imagination and absurdity of highest order''। সার্ভিস কমিটি আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে অনেকাংশেই সহমত হয় এবং সুপারিশ করে R.O. দের ১৪ নং স্কেল, SRO-II দের ১৬ নং স্কেল ও SRO-I দের ১৭নং স্কেল। যদিও সার্ভিস কমিটি বিভাগীয় সার্ভিস গঠন সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করে নি। এমতাবস্থায় ঐ সুপারিশকে কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয় নতুন সংগ্রাম। তৎকালীন বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করা হয়। কিন্তু কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় অবশেষে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করে। আমরা সার্ভিস কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার দাবী জানাই। ওনার পরামর্শে আমরা সংক্ষিপ্ত একটি write-up ওনার হাতে দিই। আমাদেরপাখিরচোখ তখন R.O. দের ১৪নং স্কেল।কারণ ৫ম বেতন কমিশন গঠনের notification যে কোনোদিন বেরোতে পারে। অন্যান্য দপ্তরের বহু ক্যাডারের এই ধরনের দাবীদাওয়ার ফাইলে নোট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৫ম বেতন কমিশনের কাছে refer করে দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে আবার ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে গেছে অপর সংগঠনগুলি। অবশেষে সংগঠন মাটি কামড়ে পড়ে থেকে R.O. দের ১৪নং স্কেল-এর আদেশনামা প্রকাশ করাতে সক্ষম হলো। SRO-II দের জন্য নির্ধারিত হলো ১৪নং থেকে ১৫নং স্কেল। SRO-I রা পূর্বের মতোই ১৬নং স্কেল-এ থাকলেন। এরপর শুরু হলো সাফল্যজনিত সমস্যা। Pay anomaly তৈরী হলো। সিনিয়র জুনিয়রের মধ্যে বেতন বৈষম্য হয়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ আমরা দাবী করলাম এই আদেশনামার effect দিতে হবে ৪র্থ বেতন কমিশনের date of effect থেকে অর্থাৎ ০১.০১.১৯৯৬ থেকে। আমরা হিসাব করে দেখলাম একমাত্র এটা সম্ভব হলেই সমস্ত সমস্যা দূর হবে। আবার গোল বাধালো অন্য সংগঠন। এই দাবী আদায়ে যে তাদেরও ভূমিকা আছে প্রমাণ করার জন্য ১৯৮২ সাল থেকে date of effect চেয়ে মামলা করে বসলো। ব্যাস, আমলারা বেঁকে বসলেন। বললেন মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কিছু হবে না। এবার ওদের নেতাদের পাগলামির counselling করতে হলো আমাদের। অসুখ তখনকার মতো নিরাময় হলো। ওরা আর মামলা করবে না বলে মুচলেকা দিলো। তারপর আদেশনামা প্রকাশিত হলো, ০১.০১.১৯৯৬ থেকে notionally date of effect দেওয়া হলো। পে-কমিশন-এর কোনো সুপারিশ ছিল না। বহু ক্যাডারের বহু দাবী ছিল। কিন্তু সেসব ৫ম বেতন কমিশনে refer হয়ে গেছিলো। শুধুমাত্রবিভাগীয় কমিটির সুপারিশকে পাথেয় করে লাগাতার আন্দোলন-পারস্যুয়েশনের মধ্য দিয়ে R.O. দের স্কেল ১৪নং করা সম্ভব হলো। শুধু তাই নয় যে ৪র্থ বেতন কমিশন এই দাবীকে নাকচ করেছিল সেই বেতন কমিশনেরই date of effect থেকে আমাদের আদেশনামার effect দেওয়া হলো। উপরন্তু ৫ম বেতন কমিশন গঠনের notification এর পরপরই প্রকাশিত হলো। সেদিন ঐ দাবী আদায় না হলে আজও বোধহয় আমাদের R.O. দের জন্য ১৪নং স্কেলের দাবী করতে হতো। সময়জ্ঞানের বিচার এই সাফল্যকে 'ঐতিহাসিক' ছাড়া আর কোনোভাবে আখ্যায়িত করা যায় কি? বিচারের ভার আপনাদের।

১৯৯৫ সালে ৩০১টি SRO-II পদবৃদ্ধি এবং ২০০৮ (আসলে ০১.০১.১৯৯৬ থেকে) সালে R.O. দের জন্য ১৪নং বেতনক্রম প্রাপ্তি—মূলত এই দুই সাফল্যকে সংহত করে আমরা ১৭.১১.২০০৮ তারিখে ৫ম বেতন কমিশনে মেমোরান্ডাম জমা দিলাম। মূল বক্তব্য (১) সমস্ত SRO-I ও SRO-II কে নিয়ে SRO পদ গঠন ও SRO দের ১৬, ১৭, ১৮ নং বেতনক্রম প্রদান (২) R.O. দের SRO পদের sole feeder করা। যদিও ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় প্রস্থের কোনো সুপারিশ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এরপর ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন। আমরা বিগত ২০.০৫.২০১৬ তারিখ মেমোরান্ডাম জমা দিলাম। মূল বক্তব্য প্রায় ৫ম বেতন কমিশনের মতোই। শুধু দুটি নতুন বিষয় যুক্ত করলাম—২০০ R.O. পদ অতীতের মতোই Convert করে প্রস্তাবিত SRO পদে সংযুক্তিকরণ এবং SRO দের ১৬, ১৭, ১৮ নং স্কেল এর সঙ্গে ১৯ নং স্কেল দেওয়ার দাবী। মোদ্দা দাবী দাঁড়ালো (১) ১৭০ জন SRO-I (তখন কর্মরত) + ৮৬১ জন SRO-II + ২০০ জন SRO-II (R.O. পদ থেকে Converted) অর্থাৎ ১২৩১জনকে নিয়ে SRO পদ গঠন করে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন করতে হবে এবং উক্ত SRO দের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং বেতনক্রম প্রদান করতে হবে। (২) সমস্ত RO দের SRO পদের Sole feeder করতে হবে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী আমরা করলাম। তা হলো R.O. দের 'C' গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫নং স্কেল প্রদান করতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে 'Correctional Service' এর একটি পদকে ১৫নং বেতনক্রম দিয়ে WBCS-এর 'C' গ্রুপের মাধ্যমে recruitment শুরু হয়েছে।

৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে এসে একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। তা হলো অপর দুটি সংগঠন আমরা যে দাবীসনদ পেশ করেছি প্রায় হুবহু সেই দাবী পেশ করলো। এমনকি একটি সংগঠন (আদি) তার জন্মলগ্ন থেকে 'One tier service' অর্থাৎ R.O দের ১৬নং স্কেল দিয়ে সেখান থেকে সার্ভিস শুরু করার যে দাবী সেখান থেকে সরে এলো। এমন সাংঘাতিক নীতিনিষ্ঠ(!) একটি সংগঠন যে দাবী ৩৫ বৎসরের অধিককাল লালন-পালন করলো, আমাদের সার্ভিস বিরোধী হিসাবে ছাপ মেরে দিলো তারা ঐরকম একটি লোভনীয় দাবী ছেড়ে দিলো! কেন? তাহলে এতদিন ধরে এতগুলি মানুষকে মরীচিকার পিছনে ছোটালো কেন? একি নিছকই অতি বিলম্বে বোধোদয়, নাকি তৎকালীন নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ক্যাডারকে ক্ষ্যাপানোর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা!

যাই হোক অবশেষে তিনটি সংগঠনের সার্ভিস গঠন সম্পর্কে লিখিত দাবী ৬ষ্ঠ পে-কমিশনের কাছে প্রায় একই বিন্দুতে এসে দাঁড়ালো। এখন সেইরূপ দাবীসনদ রচনায় pioneer কে? এই প্রশ্ন মনে আসাই স্বাভাবিক। আমার অনুরোধ আপনারা ৫ম বেতন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে জমা দেওয়া ৩টি সংগঠনের memorandumটা দেখে নিন। তাহলে আশা করি আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন পড়বে না।

২০২১ সালের গোড়ায় এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে WBLRS-এর যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ হওয়ার বাস্তবতা তৈরী হলো। একইসাথে ঐ নির্দেশিকার মমার্থ উপলব্ধি করে এবং প্রশাসনের অভ্যন্তরের বিভিন্ন আলোচনা থেকে আমাদের মনে পরিপূর্ণ সার্ভিসের দাবী আদায় সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয়ও তৈরী হলো। গোটা ক্যাডারের মধ্যে তখন আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচল। আমরা অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

আমাদের youtube channel-এ সার্ভিস সম্পর্কে আমাদের দাবী, দৃষ্টিভঙ্গী, আশা-আকাঙ্ক্ষা সহ সমস্ত বিষয় ক্যাডারের সকল মানুষের কাছে পুনরায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংগঠনের বক্তব্য পেশ করলাম। তথ্য বলছে আজ পর্যন্ত প্রায় ১৮৫০ জন ভিডিওটি দেখেছেন, আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। পরবর্তীতে ১৫ই জুলাই, ২০২১ পুনরায় সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি লিফলেট ছাপিয়ে আমরা সার্ভিস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সমগ্র ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি।

সার্ভিস গঠনের চূড়ান্ত নির্দেশনামা প্রকাশ হতে অতি বিলম্ব ঘটছিল। ইতোমধ্যে আমাদের দপ্তর থেকে সকল SRO-I ও SRO-II এর সংখ্যাকে নিয়ে অর্থাৎ ১০৪৪ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠনের প্রস্তাবনা চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সেই ফাইল যথাযথ স্থানে প্রেরিত হয়েছিল। RO দের উক্ত সার্ভিসের feeder করার প্রস্তাবনাও ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে আমরা জানতে পারছিলাম যে সমগ্র SRO-II দের সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আমাদের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছিল। একাধিকবার সর্বোচ্চ স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং নিয়োগকর্তার নিকট আমরা দাবী জানাচ্ছিলাম সমগ্র SRO-I এবং SRO-II কে নিয়েই সার্ভিস গঠন করতে হবে। অন্যথা হলে ক্যাডারের মানুষকে নিয়েই প্রতিবাদ সংগঠিত করতে হবে বলে সংগঠন থেকে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সমস্তরকম প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অপর সংগঠনগুলির নেতৃত্বরা ক্রমাগত ক্যাডারের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে ১০৪৪ জনকে নিয়ে যদি সার্ভিস গঠন না হয় তাহলে তা মেনে নিতে হবে। এমনকি ৬০০/৬৫০ জনকে নিয়ে সার্ভিস হলেও তা মন্দ নয়। আপাতত যা পাচ্ছি তাই সই, পরে দেখা যাবে। আমরা লাগাতার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে যাচ্ছিলাম। কোনও লুকোচুরি নয়, প্রকাশ্যে ও লিখিতভাবে আমরা বারংবার আমাদের বক্তব্য ক্যাডারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত নির্দেশনামা তখনও অধরা। ২০২২ সালের মাঝামাঝি আমরা উদ্যোগ নিয়ে অপর সমিতিগুলির নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে বললাম এই বিষয়ে যৌথ আলোচনা ও ইতিকর্তব্য নিধারণের জন্য। অবশেষে বিগত ২০২২ শারদীয়া উৎসবের পর্বে তিনটি সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হল। পরবর্তীতে একাধিকবার আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে সকলেই সহমত হলেন এবং বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে যৌথ আলোচনার নির্যাস পত্র মারফৎ জানানো হল। একাধিকবার তিন সমিতির নেতৃত্ব বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাতেও বসলেন। প্রতিটি আলোচনাতেই আমাদের সংগঠনের পক্ষে SRO-I, SRO-II এরং RO-প্রতিটি ক্যাডারেরই প্রতিনিধিত্ব ছিল, যা অন্য সমিতিগুলির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করিনি।

অবশেষে ২০২৩-এর ২৯শে মার্চ—বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের Notification প্রকাশিত হলো। (পৃষ্ঠা ১৯ দ্রষ্টব্য) আমাদের আশঙ্কা সত্য হলো। মাত্র ৭৩৪ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠিত হওয়ার নির্দেশিকা জারী হলো। এছাড়াও যে সমস্ত rules, conditions দেওয়া হলো তাতে বাস্তবে আনুমানিক ৬৫০ জন এই বছরে সার্ভিসে absorb হতে পারবেন অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে 'খণ্ডিত' এবং 'অসম্পূর্ণ' সার্ভিস গঠিত হলো। আমরা এখনও পর্যন্ত হিসাব করে দেখেছি যাঁরা সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হলেন তাদের মধ্যে একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, একটা অংশের লাভ-ক্ষতি কিছুই হলো না সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় R.O দের ভবিষ্যৎ অথৈ জলে। Left out SRO-II-রা ১৫ নং স্কেল পাচ্ছেন/পাবেন। তাহলে RO দের জন্য ১৫নং স্কেল দাবী করা

কিভাবে সম্ভব? শোনা যাচ্ছে SRO থেকে WBCS (Exe)-এ প্রমোশন পাওয়ার কোটা ৫৩% থেকে কমিয়ে ৩০% করা হবে। তাহলে মারাত্মক Stagnation হবে প্রমোশন পাওয়ার ক্ষেত্রে। ১৯নং স্কেল-এর কোনো সুযোগ বর্তমান সার্ভিসে নেই। ১৯নং স্কেল ছাড়া কিভাবে একে Constituted service বলা যাবে? তাই বিগত ৩১শে মে, ২৩-এর প্রেস নোটে constituted service গুলির তালিকায় WBLRS এর নাম নেই। এইরকম বহু অসঙ্গতি এবং ক্যাডার ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়েই বিভাগীয় সার্ভিস গঠন। বিশেষতঃ R.O দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বস্তরে হিরণ্ময় নীরবতা।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে নিশ্চুপ থাকা সম্ভব ছিল না। মুখে এক বলবো আর কাজ করবো অন্যরকম—এ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপৎকালীন তৎপরতায় Extraordinary General meeting (EGM)। সংগঠনের ৩৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম—তা হোক, সদস্য তথা ক্যাডারস্বার্থই আমাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য। তাই নতুন দাবীসনদ রচনা। অপর কোনো সংগঠন এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে, বিশেষত RO দের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভাবতে পারলো না—এটা বিস্ময়ের। অবশ্য ঐতিহ্য অনুসারে আরো এক দশক পরে হয়তো ওনারা আবার আমাদের সাথে একমত হবেন।

পরিশেষে বলবো এই নবরচিত দাবীসনদ আদায়ের বাস্তবতা বর্তমানে সুদূরপরাহত। দাবী যতই যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবসম্মত হোক না কেন নিয়োগকর্তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তা আদায় করা সম্ভব নয়। বর্তমানে আমাদের প্রচণ্ড DA-র পরিমাণ ৬% যা কেন্দ্রীয়হারের (৪২%) তুলনায় ৩৬% কম। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির অধিকাংশই কেন্দ্রের হারে বা এক/দু কিস্তি কম হারে DA দেন। সবথেকে কম DA পান যে রাজ্যের কর্মচারীরা তাঁরাও ২০% DA পান। ফলতঃ কর্মচারীদের প্রতি নিয়োগকর্তার দৃষ্টিভঙ্গী সহজেই বোঝা যায়। তাই বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের উত্থাপিত দাবী নিয়ে সমগ্র ক্যাডারকে লড়াই-আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে। দীর্ঘ লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়েই আমাদের একজোট হতে হবে। এই দাবীসনদ সমগ্র ক্যাডারের কাছে যুক্তিনিষ্ঠভাবে পৌঁছে দিয়ে দাবীসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন—এটাই বর্তমানের চাহিদা।

সামগ্রিক এই প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে আহূত 'বিশেষ সাধারণ সভা'-য় (৩রা জুন, ২০২৩) তিন শতাধিক সদস্য-অনুগামীদের উপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টিং সহ 'সংগঠন' সংক্রান্ত এবং 'ক্যাডারগত দাবী-দাওয়া' বিষয়ক যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, 'আলো'-র পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই প্রতিবেদনের সঙ্গে তা' সন্নিবিষ্ট করা হল।

৩রা জুন, ২০২৩ 'বিশেষ সাধারণ সভা' থেকে গৃহীত

'সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন' ও 'দাবী-প্রস্তাব'

মাননীয় সভাপতিমণ্ডলী এবং রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আগত সহযোদ্ধা সদস্য বন্ধুগণ—

প্রিয় সাথী, কেন্দ্রীয় কমিটি আহূত আজকের এই 'বিশেষ সাধারণ সভা'য় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। গত ৭-৮ই মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আমাদের প্রিয় সমিতির অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনোত্তর পর্বে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আজ আমরা এখানে পুনর্মিলিত হয়েছি; ১৯৮৭ সালের ২৩শে মে রাইটার্স বিল্ডিং ক্যান্টিন হলে সমিতির আনুষ্ঠানিক যাত্রারম্ভের লগ্ন থেকে শুরু করে ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ক্যাডাব স্বার্থরক্ষায় 'চ্যাম্পিয়ন'-এর ভূমিকা পালন করার সূত্রে বিগত ছত্রিশটি বছরে যে-পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি, আজ তা' এক নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের এই সন্ধিমুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের সুচিহ্নিত করতে হবে আগামী দিনের পথচলার দিশা। যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত করতে হবে আমাদের নব অঙ্গীকারকে, সংগঠনের নীতি-আদর্শকে পাথেয় করেই 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য'-এর পরিমণ্ডলকে আরও বিস্তৃত করে আমাদের নির্মাণ করতে হবে ভবিষ্যতের যাত্রাপথ। এই 'বিশেষ সাধারণ সভা'-র মঞ্চ সেই গুরুদায়িত্বের কথাই আমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটকেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা জানি, সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের উপাদানসমূহ আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে, পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে নিজেদের অবস্থানেক মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টাও এক ধরনের 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর জন্ম দেয়; বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিস্থিতি যাচাই করেই আমাদের গতিপথটিকে সুনির্ণীত করতে হবে।

বিগত রাজ্য সম্মেলনের পর এক বৎসর অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে ক্যাডারদের আর্থিক দাবীদাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে এবং ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিগত একটি বছর সংগঠনকে পথ চলতে হয়েছে। বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ক্যাডারের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমগ্র ক্যাডারের মধ্যে আশা, আশঙ্কা এবং বিশেষতঃ রেভিনিউ অফিসারদের মধ্যে প্রবল অস্থিরতা তৈরী হয়েছে। একটি দায়িত্বশীল ও ক্যাডারের প্রতি দায়বদ্ধ সংগঠন হিসাবে এই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় নির্ধারণ ও আগামী দিনের পথ চলার দিকনির্দেশ করার তাগিদেই গঠনতন্ত্রকে মান্যতা দিয়ে এই বিশেষ সাধারণ সভার (Extraordinary General Meeting) আয়োজন। সংগঠনের বিগত ৩৬ বছরের পথচলায় এই **প্রথম** *'বিশেষ সাধারণ সভা'* অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সভার গুরুত্ব আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন। সেই নিরিখেই বিগত একটি বছরের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে এই প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

সাংগঠনিক ফাংশনিং : বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর ১৪টি সভা হয়েছে।

সভার গড় উপস্থিতি ১৮। বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক সদস্য কলকাতা থেকে অনেক দূরবর্তী জেলায় চাকুরীরত। একজন সদস্য বিগত এক বছর যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। এতদসত্ত্বেও সভায় উপস্থিতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। এছাড়াও জেলা সম্পাদকদের যুক্ত করে বর্ধিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর ২টি সভা হয়েছে। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়েছে ৩টি। ভার্চুয়াল মোডে ২টি এবং সশরীরে হাজির হয়ে ১টি। এছাড়াও বিগত ১১.০২.২০২৩ তারিখে মৌলালী যুবকেন্দ্রে বর্ধিত আকারে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা নেতৃত্ব ছাড়াও অগ্রণী সদস্যরা বিশেষত রেভিনিউ অফিসাররা এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন যা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। বেশীরভাগ জেলায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে Extended DEC সভাও করা গেছে।

জেলায় নিয়মিতভাবে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সভা করার ক্ষেত্রে প্রভূত ঘাটতি আছে। এমনকি DEC/ Extended DEC সভা করার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলতঃ সংগঠনের বক্তব্য সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কেন্দ্র নির্ভরতা কাজ করছে। ভার্চুয়াল মোডে সংবাদ আদানপ্রদান হচ্ছে। কিন্তু সশরীরে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব-সদস্যদের মতবিনিময়ে যে ঘাটতি হচ্ছে তার ফলে নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। Communication Gap ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে Physical Meeting-এর বিকল্প Virtual meeting নয়। জরুরী প্রয়োজনে Virtual meeting পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে। হাতে গোনা কয়েকটি জেলা বাদ দিলে বাকী জেলাগুলিতে সাংগঠনিক তৎপরতা অত্যন্ত সীমিত। এই ঘাটতি না কাটাতে পারলে আগামীদিনে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রমোশন ও বদলী : এই সময়কালে R.O. থেকে SRO-II ৪৩ জন, SRO-II থেকে SRO-I ৩৯ জন, SRO-II থেকে W.B.C.S (Exe)-এ ৩ জন প্রমোশন পেয়েছেন। এছাড়া R.I থেকে R.O. (Left out) পদে প্রমোশন পেয়েছেন ১ জন। SRO-II পদে শতাধিক ভ্যাকান্সি থাকা সত্ত্বেও R.O. থেকে SRO-II প্রমোশন হচ্ছে না। RO রা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এই বিষয়ে একাধিকবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হলেও কোনো ইতিবাচক অগ্রগতি হয়নি। বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের বিষয়টিকে সামনে রেখে টালবাহানা চলেছে। সার্ভিস গঠিত হওয়ার পর আবার নতুন জটিলতা তৈরী হয়েছে। বলা হচ্ছে কতজন SRO-II সার্ভিসে অন্তর্ভূক্ত হবেন এবং WBCS (Exe)-এ একলপ্তে কতজন প্রমোশন পাবেন তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত RO থেকে SRO-II প্রমোশন হবে না। আমরা বিষয়টির ইতিবাচক সমাধানের জন্য নিয়মিত পারস্যুয়েশন জারী রেখেছি। সম্প্রতি RI থেকে RO পদে প্রমোশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৯৭ জনের প্রমোশন হতে পারে। এদের কাছে আমাদের যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য হাজির করে সংগঠনের সদস্য করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে।

বিভাগীয় বদলী নীতির কোনো পরিবর্তন/পরিমার্জন এখনো পর্যন্ত হয়নি, অন্ততঃ আমরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের থেকে এ বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি। যদিও দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবতার নিরিখে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন-এর প্রস্তাবনা ও আলোচনা আমরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে করে আসছি। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। বর্তমান অধিকর্তার আমলে বিগত প্রায় ৬ মাসে বিশেষতঃ SRO-II ও RO-দের একাধিক বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত আদেশনামায় সম্পূর্ণভাবে বদলীনীতিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলতঃ

ক্যাডারের অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। দীর্ঘদিন হোম ডিস্ট্রিক্ট/জোন থেকে দূরবর্তী স্থানে চাকুরী করার পর আরো দূরবর্তী স্থানে তাদের বদলী করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্ত আদেশনামার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিছু ক্ষেত্রে সংগঠনের পারস্যুয়েশানে আদেশনামার সংশোধন হলেও তা অতি অকিঞ্চিৎকর। ফলতঃ সমগ্র ক্যাডারের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছে। সংগঠন একাধিকবার ডেপুটেশন দিলেও কর্তৃপক্ষের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের উপলব্ধি এর মধ্য দিয়ে সংগঠনের ভূমিকাকে নস্যাৎ করার বার্তা দেওয়া হচ্ছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। সংগঠন নির্বিশেষে গোটা ক্যাডার আক্রান্ত। তাই আমরা অপর দুটি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে যৌথ ডেপুটেশন/ কর্মসূচীর প্রচেষ্টা করেছিলাম। অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য সময় চেয়ে একটি যৌথ চিঠি বিগত ৩০/০১/২৩ তারিখে দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু একটি সংগঠন পরবর্তীতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। আর অপর একটি সংগঠন হঠাৎ করেই যৌথ আলোচনা চলাকালীন নিজস্ব কর্মসূচী ঘোষণা করে দিলেন। তথাপি বৃহত্তর ক্যাডারস্বার্থে আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর কতিপয় নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত হন ও সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করে সংহতিমূলক বক্তব্য রাখেন। আমরা প্রতিবাদ/প্রতিরোধের জন্য নিজস্ব সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এখনও যৌথভাবে এই আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সচেষ্ট আছি। কিন্তু অপর দুটি সংগঠনের থেকে ইপ্সিত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এখনও বিশ্বাস করি—আক্রমণ যেহেতু সমগ্র ক্যাডারের উপর নেমে আসছে, একে প্রতিহত করতে হলে সংগঠন নির্বিশেষে যতদূর সম্ভব সহমত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতেই হবে। নচেৎ এই আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

বিভাগীয় সার্ভিস: বিগত ১১/০২/২০২১-এ বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের প্রাথমিক আদেশনামা প্রকাশিত হয়। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পূর্ববর্তী সময়ে এ বিষয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী, সার্ভিস গঠনের পরিপ্রেক্ষিত, সার্ভিস সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, প্রস্তাবিত সার্ভিস গঠনকে কেন্দ্র করে আমাদের আশা-আশঙ্কাসহ সমগ্র বিষয়টি আমরা সংগঠনের সদস্যবন্ধু তথা সমগ্র ক্যাডারের কাছে তুলে ধরেছিলাম। এ প্রসঙ্গে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের সভা, ইউটিউবের ভিডিও, আলো ফেসবুক, লিফলেট, পত্রিকা, বিগত রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ সর্বত্র সার্ভিস সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে। আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য সংগঠনের সদস্য বন্ধু তথা ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ঘাটতি ছিল না। আমাদের বিশ্বাস ক্যাডারের একটি বড় অংশ, বিশেষত রেভিনিউ অফিসারদের মধ্যে আমাদের বক্তব্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা গ্রহণীয় হয়েছে।

বিগত মে, ২০২২ এ রাজ্য সম্মেলনের পর সার্ভিসের চূড়ান্ত আদেশনামা প্রকাশের জন্য তৎপরতার বৃদ্ধি হয়। আমরা অতীতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বিষয়ে অপর দুটি সংগঠনকে পুনর্বার আলোচনার জন্য আহ্বান জানাই। একটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ২০২২-এ প্রাথমিক আলোচনা হয় আমাদের মৌলালীস্থিত সমিতি দপ্তরে, অপর সংগঠন প্রাথমিকভাবে সাড়া না দিলেও ২০২২ এর শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে তিনটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অন্তত এই বিষয়টি নিয়ে একসাথে আলোচনা করা ও কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী উত্থাপন করার ক্ষেত্রে সহমত হন। পরবর্তীতে তিনটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বহুবার এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে যৌথভাবে আমরা আমাদের বক্তব্য উত্থাপন করি। সমগ্র SRO-I ও SRO-II কে নিয়েই

সার্ভিস গঠন করতে হবে—আমাদের এই দাবীতে অপর দুটি সংগঠনও সহমত হতে বাধ্য হন। কিন্তু বিভাগীয় কর্তপক্ষ বারংবার বলেন যে—উক্ত সংখ্যা নিয়ে সার্ভিস গঠন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তাঁদের উপর চাপ আছে। একাধিক আলোচনাতেও জট কাটেনি। Stalemate situation থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা তিনটি সংগঠন কিছুটা নমনীয় হই। সেই সময় কর্মরত ছিলেন মোট ৯৭০ জন SRO-I এবং SRO-II। WBCS (Exe) তে Cumulative Vacancy ছিল ২০২১ সাল অবধি ১০২ জন। আমরা সিদ্ধান্ত নিই ন্যুনতম ৮৬৮ জনকে (৯৭০-১০২) নিয়ে সার্ভিস গঠন করতে হবে। এটা ধরে নিই যে ১০২ জন WBCS (Exe.)-এ on promotion পেতে পারেন। এই নমনীয়তার ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য ছিল যে সমগ্র কর্মরত SRO-II হয় WBLRS-এ অন্তর্ভুক্ত হবেন অথবা WBCS (Exe.)-এ on promiton যেতে পারবেন। অর্থাৎ কোনো SRO-II সার্ভিসের বাইরে থাকবেন না (হয় WBLRS নয় WBCS)। আর RO রা দুটি সার্ভিসেরই feeder হবেন। এই বক্তব্য নিয়ে তিনটি সমিতির সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে বিভাগীয় সচিব তথা ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনারের কাছে পত্র প্রদান করা হয় ২০/০৯/২০২২ তারিখে। তাঁর সঙ্গে সংগঠনগুলির আলোচনাও হয় ১৬/১২/২০২২ তারিখে। এই সমগ্র আলোচনাপর্বে, তা সংগঠনগুলির নেতৃত্বের মধ্যেই হোক বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে—প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ সম্পাদকসহ আমাদের বরিষ্ঠ নেতৃত্বের সঙ্গে রেভিনিউ অফিসাররা যাঁরা সংগঠনের অগ্রণী নেতৃত্ব তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি কোনো ক্ষেত্রেই অপর দুটি সংগঠনের কোনো রেভিনিউ অফিসার ছিলেন না। এখান থেকেই রেভিনিউ অফিসারদের সম্পর্কে সংগঠনগুলির দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বোঝা যায়। কী বলছি তার থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো কী করছি—এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হওয়া উচিত।

অবশেষে বিগত ২৯/০৩/২০২৩ দুটি Notifications প্রকাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে WBLRS গঠন হলো। Date of effect ২৯/০৩/২৩। অর্থাৎ আমাদের দাবী মোতাবেক ১১/০২/২০২১ থেকে retrospective effect দেওয়া হলো না। WBLRS গঠিত হলো ৭৩৪ জনকে নিয়ে যার স্কেল বিন্যাস হলো ১৮ নং-এ ৭৪ জন, ১৭ নং-এ ২২০ জন ও ১৬ নং-এ ৪৪০ জন। এখন এই ৭৩৪ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ একটা ব্যাখ্যা মৌখিকভাবে দিলেও তা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। ফলতঃ SRO-II দের Sanctioned Strength অনুযায়ী ৩৪৭ জন SRO-II সার্ভিস থেকে বাদ পড়লেন। সার্ভিস গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু সুবিধা হলো—১৮নং স্কেল পাওয়ার সুযোগ তৈরী, MCAS এর Benefit পেতে ৮ বছর অপেক্ষা করতে হতো সেখানে ৫ বছর পূর্ণ হলেই পরবর্তী স্কেল পাওয়ার জন্য eligible হবেন, ইত্যাদি। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে BL&LRO হিসাবে কেবলমাত্র সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ১৬নং স্কেলের লোকেরাই থাকবেন। এটা একটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু আমাদের দাবী মোতাবেক সার্ভিস তৈরী না হওয়ার ফলে অনেকগুলি সমস্যা তৈরী হলো—(১) ১৯ নং স্কেল দেওয়া হলো না, ফলত প্রকৃত অর্থে একে পূর্ণাঙ্গ সার্ভিস বলা যাবে না, (২) সার্ভিসের পদসংখ্যা কম হওয়ায় SRO-II ক্যাডার খণ্ডিত হলো যা ক্যাডার ঐক্যের পরিপন্থী, (৩) ১৮ নং স্কেল এ পদসংখ্যা কম হওয়ায় বেশীর ভাগ ক্যাডারই ১৭নং স্কেল পেয়ে অবসর গ্রহণ করবেন, যা সার্ভিস গঠনের পূর্বেই তাঁরা অর্জন করতে পারতেন। ফলতঃ ক্যাডারের বেশীরভাগ মানুষেরই বাস্তবে কোনো লাভ হলো না, (৪) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনটি ক্যাডারের মধ্যে সবথেকে বড় ক্যাডার অর্থাৎ রেভিনিউ অফিসার—তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন। এই সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে আখেরে তাঁদের কোনো লাভ

হলো না। এছাড়াও আরো বহুবিধ সমস্যা ক্যাডারের সামনে এসেছে সার্ভিসকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল যে অতি সম্প্রতি Jt. BDO-দের সংগঠন WBLRS গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে, WBCS (Exe.)-এ Feeder post-এ তাঁদের Quota বৃদ্ধির দাবী করেছে এবং তা তাঁরা করেছে, SRO-II Qutoa WBCS (Exe) Feeder থেকে বাদ দেওয়ার দাবীর মধ্য দিয়ে এমনকি SRO-II দের জন্য ঘোষিত Vacancy তেও তাঁরা ভাগ চেয়েছে। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় হলো সার্ভিস গঠনকে কেন্দ্র করে ক্যাডার ঐক্য বিঘ্নিত হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনো দাবী দাওয়া উত্থাপন করার ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠনের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত ছিল তিনটি ক্যাডারের ঐক্যকে অটুট রাখতে হবে। যা 'খণ্ডিত সার্ভিস' তৈরী হওয়ার মধ্যে দিয়ে আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে। উপরোক্ত আশা এবং আকাঙ্ক্ষার দিকগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা আলোচনা করছি, ক্যাডারকে সচেতন করার প্রয়াস জারী রেখেছি। উদ্ভুত সমস্যাগুলির নিরসন ও আগামীদিনের দাবীসনদ প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে আজকের সভায় আপনারা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবেন এটাই আমার একান্ত আবেদন।

সাথী, পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল, আমাদের ধারণার চাইতেও অনেকগুণ বেশী। সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রতিদিন আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। সুস্থ চিন্তা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রতিদিন আহত হচ্ছে। ধর্ম,জাত-পাত, পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সহ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। শিক্ষাঙ্গন কলুষিত। দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্র-যুবরা দিশেহারা। সমগ্র কর্মচারী সমাজ আক্রান্ত। ৩৬ শতাংশ ডি.এ. বকেয়া। গণতান্ত্রিকভাবে লড়াই-আন্দোলন করার পরিসর সঙ্কুচিত। সংগঠিত হওয়ার, সংগঠনের দর-কষাকষি করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এমতাবস্থায় বিগত দিনের মতো আজও আমাদের ক্যাডারের অভ্যন্তরে বিভেদের শক্তি সক্রিয়। অন্যায্য বদলী, শনি-রবি-ছুটির দিনেও অফিস খুলে কাজ করানো, দুর্বল পরিকাঠামো নিয়েও সময় বেঁধে কাজ করার জন্য অমানুষিক চাপ, অতি পুলিশি সক্রিয়তা—আজ সমগ্র ক্যাডারের উপর বহুমাত্রিক আক্রমণ নেমে এসেছে। সমগ্র ক্যাডারকে ঐক্যবদ্ধ করেই এর মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। অপর দুটি সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে যৌথ আলোচনার প্রচেষ্টা জারী আছে। আপনারা তৃণমূল স্তরেও অপর সংগঠনগুলির অনুগামীদের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছে দিন। সমগ্র ক্যাডার ঐক্যকে প্রসারিত করে ধাপে ধাপে বৃহত্তর কর্মচারীদের পরিসরে এবং সাধারণ মানুষের লড়াই-আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করে বর্তমান পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তাই ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে বৃহত্তর পরিস্থিতির সাপেক্ষে বিচার-বিবেচনা না করলে সঠিক দিশা খুঁজে পাওয়া যাবে না। হতশাই বাড়বে। সমস্ত হতাশা, বিভ্রান্তি কাটিয়ে আগামী দিনে আলোর-দিশা খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যেই আজকের এই বিশেষ সাধারণসভা। আশা করি আপনাদের সকলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সভা সাফল্য মণ্ডিত হবে।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল জিন্দাবাদ।
সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ।

কলকাতা
০৩.০৬.২০২৩

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ—
কৃশানু দেব
সাধারণ সম্পাদক

‘সংগঠন’ বিষয়ক প্রস্তাব

WBLRS গঠিত হবার সূত্রে আর.ও, এস.আর.ও-২ এবং এস.আর.ও-১-দের বিন্যাসগত বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। SRO-I পদটি বর্তমানে অবলুপ্ত। সমিতির ‘গঠনতন্ত্র’ অনুসারে উপরোক্ত ৩ (তিন)টি ক্যাডারদের সমন্বয়ে আমাদের সমিতি গঠিত হয়েছিল [ARTICLE 4.(a)]। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ‘গঠনতন্ত্র’-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যতিরেকে WBLRS ভুক্ত সদস্যবন্ধুদের সাংগঠনিক কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় এবং জেলা উভয় স্তরেই অষ্টাদশ রাজ্য-সম্মেলন থেকে নির্বাচিত পদাধিকারীরা বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন করছেন, যাঁদের মধ্যে, অনেকেই ইতিমধ্যেই নবগঠিত WBLRS-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং হতে চলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির এই ‘বিশেষ সাধারণ সভা’ প্রস্তাব করছে—কেন্দ্রীয় এবং জেলা-কমিটির সমস্ত পদাধিকারীরাই (অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন থেকে নির্বাচিত) পরবর্তী ‘রাজ্য-সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত WBLRS গঠিত হওয়ার পরবর্তীকালেও একইভাবে নিজ নিজ সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কৃত্যাদি প্রতিপালন করবেন।

দাবী প্রস্তাব

বিগত ২৯/০৩/২০২৩ তারিখে আমাদের বিভাগে সার্ভিস গঠনের নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই সার্ভিস গঠনের পরে আমাদের সমিতি গত ০৪/০৫/২০২৩ তারিখে স্মারক নং ০৮/আলো/২০২৩ মারফৎ এই সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। সেখানেই আমরা বলেছিলাম যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি ক্যাডারের বিষয়ে নতুন করে দাবী উত্থাপন করব।

যেহেতু ‘সম্মেলন’ এর সময় এখনও অনেকটা দেরী আছে তাই কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে এই সাধারণ ও ক্যাডারগত দাবী প্রস্তাব আমাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, একটি বিশেষ সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া ‘গঠনতন্ত্র’-এর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে সাংগঠনিক কাঠামোর কিছু অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রয়োজনেও প্রস্তাব গ্রহণ করার বাস্তবতা দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে যে আর্থসামাজিক বাতাবরণ তা এক কথায় অনুকূল নয়। সাধারণভাবে মহার্ঘ্য ভাতা সহ বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে কোভিড পরবর্তী সময়ে সাধারণ কর্মচারী সমাজ যেভাবে যৌথ-আন্দোলনরত তার প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে সারা দেশ সহ আমাদের রাজ্যেও সংবিধানের মর্মবস্তুর পরিপন্থী বিষময় পরিবেশ জনগণের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করছে তা সংগঠন ও দাবী আদায়-এর পরিস্থিতির প্রতিকূলতাকে আরও বৃদ্ধি করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়াও কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠন বিভিন্ন জেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের ক্যাডার যারা ISU তে কর্মরত তাঁদের একটা বড় অংশকে উদয়াস্ত পরিশ্রম সহ শনিবার, রবিবার, এমনকি ছুটির দিনে লাগাতার কাজ করতে হচ্ছে। তার ওপর বাড়ি থেকে দূর-দূরান্তে পোষ্টিং, বদলি নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়মতো home zone এ ফিরতে না পারার যন্ত্রণা, অস্বাভাবিক কাজের চাপ, পুলিশি অতি সক্রিয়তা ইত্যাদি নানান বিষয় গোটা ক্যাডারটাকে ব্যতিব্যস্ত ও বিদ্ধ করছে।

সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেখে আমরা হতবাক হয়েছি যে বিভাগীয় নীতি নির্ধারণ করা যা (পূর্বে) ১৯নং

স্কেলের post এর দ্বারা চিহ্নিত হতো, সেখানে আমাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। অন্যান্য State-level সার্ভিস এর ক্ষেত্রে Asst., Deputy, Joint, Addl, এই ৪টি স্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখেই নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে, আমরা কেবল বঞ্চিত রইলাম কেন, তা আমাদের বোধগম্য হলো না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আমাদের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলেই আরও দুটি সমিতিকে একই ছাতার তলায় যুক্তিপূর্ণ দাবীর ভিত্তিতেই আনা গিয়েছিল এবং তার ফলে SRO-I এবং SRO-II স্তরের সমস্ত কর্মরত cadre কে একত্র করে সার্ভিস গঠনের দাবী প্রস্তাব যৌথভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একটি সমিতি তাঁদের বিগত দীর্ঘদিনের 'One tier one Scale' নিয়ে Service এর দাবী থেকে সরে এসে ২০১১ সালের পরে ক্রমশ আমাদের service সংক্রান্ত দাবীর কাছাকাছি এসে গিয়েছিল যা যৌথ কর্মসূচি নিয়ে এগোতে সাহায্য করেছে। এটাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন এর কাছে LRDeptt এর পক্ষ থেকে SRO-II এবং SRO-I দের, সম্মিলিতভাবে ১০৪৪ জন কে নিয়ে service গঠন এর প্রস্তাব করা হয়েছিল। এখান থেকেই আজকের service নিয়ে চিন্তা ভাবনা এবং মতামত গঠনের ভিত্তি নির্ধারণ করতে হবে। কোথায় ১০৪৪ আর কোথায় ৭৩৪!

আমাদের মূল ক্যাডার হলো WBSLRS Gr-I যাদের জন্য আমাদের মূল দাবী হলো WBCS 'C' Group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম আদায় করা। এ দাবী আমরা গ্রহণ করি ১৯৯০ সালের বর্ধমান সম্মেলনে। এ দাবীর সূত্রে আমরা ধাপে ধাপে ১০নং স্কেল থেকে ১২নং স্কেল এবং তারপরে বিগত সরকারের আমলে ১৪নং স্কেল আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। আবার, পাশাপাশি SRO-II দের scale ১৪নং থেকে ১৫নং এ উন্নীত হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে এই দপ্তরে service গঠনের ভিত্তি রচিত হয়।

কিন্তু, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন এর সময় Correctional Service এর একটি ক্যাডারের ১৫নং স্কেল এ WBCS 'C' group এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেই আমরা addendum দিয়ে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন এর কাছে WBSLRS Gr-I দের জন্য ১৫নং স্কেল এর দাবী উত্থাপন করি যা আজও অপূরিত থেকে গেছে। কিন্তু, এ দাবী আমরা কিছুতেই ছাড়বো না। সামগ্রিক ক্যাডারের স্বার্থে তা আদায় করতেই হবে।

বিগত দিনে ১১০ জন কে নিয়ে সার্ভিস গঠনের জন্য আমাদের ক্যাডারের অন্যান্য তৎকালীন দুটি সংগঠন উঠে পড়ে লেগেছিল। এই অপরিণামদর্শী সুবিধাবাদী ঝোঁককে আমরা প্রথম দিন থেকেই চিনেছিলাম এবং ক্যাডার ঐক্যের স্বার্থে তা প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। ৭৩৪ জনকে নিয়ে service গঠিত হয়েও কী ভীষণ সমস্যার মুখোমুখি আমরা হচ্ছি আর সেদিন, ১১০ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠিত হলে কী হতো তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ১১০ জনের মধ্যে তৎকালীন বরিষ্ঠ আধিকারিকরা অবশ্যই উপকৃত হতেন কিন্তু বাকী ক্যাডারের কী হতো? আমরা দ্বর্থহীনভাবে ক্যাডার ঐক্য তৈরির মধ্য দিয়ে তা প্রতিহত করেছিলাম। এজন্য সুবিধাবাদীদের থেকে প্রচুর পরিমান কটুবাক্য আমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছিল। তবু আমরা মাথা নত করিনি। আত্মলিপ্সা নয়, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই ক্যাডার ঐক্য আমরা গড়ে তুলেছিলাম।

বর্তমানে আমাদের সংগঠনের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ক্যাডার ঐক্যের প্রশ্নে এবং সর্বোপরি WBSLRS Gr-I এর ১৫নং স্কেল আদায়ের দাবী সহ ৩৪৭ জন SRO-II এবং WBLRS এর ১৯ নং এবং ২০ নং স্কেল আদায় এবং বিভাগীয় কাজের স্বার্থেই WBLRS এ পদবৃদ্ধির দাবীকে কিভাবে সম্মিলিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার পন্থা নির্ধারণের।

বিগত দিনে ৩০১টি WBSLRS Gr-I পদ SRO-II পদে conversion এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি

যে কেবল WBSLRS Gr-I ই নয়, অধঃস্তন RI feeder রাও প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। ওপরের স্তরে পদবৃদ্ধি হলে নীচের থেকে পদোন্নতি অবধারিত। আমরা শুধুমাত্র ক্যাডার ঐক্য নয়, সামগ্রিক কর্মচারী ঐক্যের কথা ভেবে দাবীসনদ তৈরি করি। কারণ বৃহত্তর কর্মচারী আন্দোলন থেকে আমরা কখনোই বিচ্ছিন্ন হওয়ার মনোভাব পোষণ করি না।

বিগত দিনে নিয়োগকর্তার দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলতায় আমরা WBCS (Exe) ক্যাডার এর বেশ কিছু পদ, যা আমাদেরকে আড়ালে রেখে সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছিল, তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। Feeder cadre এর 'not more than 50% of the total post' এর অপব্যাখ্যা করে অনেক কম সংখ্যায় feeder cadre থেকে নিয়ে, feeder cadre কে বঞ্চিত করে সেই পদগুলোতে সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছিল WBCS(Exe) cadre এ। তখন আমাদের লড়াইয়ের ফসল SRO-II রা ছাড়াও Jt BDO-রাও উপকৃত হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে আমাদের ওপর লাগাতার প্রশাসন এবং কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এবং অন্য একটি ক্যাডারের এক অংশ চিরকাল বৈরিতার মনোভাব পোষণ করে থাকে। অন্যান্য দপ্তরে ইতিমধ্যে সার্ভিস গঠিত হয়েছে কিন্তু তখন তাদের এতো মাথাব্যথা দেখা যায় নি। কিন্তু, ভূমি সংস্কার দপ্তরের ক্ষেত্রেই কেবল জাতক্রোধ বর্ষিত হয়। আজ এর সাথে যুক্ত হয়েছে Jt BDO রা, যারা অতীত ভুলে আমাদের 53% feeder cadre quota কেড়ে নিতে উদ্যত। তাঁদের মদত দেওয়ার লোকের অভাব নেই।

এই উত্তাল সমুদ্রে বহুমুখী আক্রমণের মুখে আজ আমরা শান্ত, ধীর এবং স্থির হয়ে নিজেদের নীতি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে সামগ্রিক ক্যাডার ঐক্যকে বজায় রেখে আগামী দিনের পথ খুঁজে নিতে আজ এই 'বিশেষ সাধারণ সভা'য় সমবেত হয়েছি। দাবীর বিলাসিতা নয়, আজ নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের ময়দানে আগামী দিনে আরও বেশী মাত্রায় ক্যাডারকে শামিল করার উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক সদস্য আপন মনোবীক্ষণে রত হয়েছেন, তা আমরা জেলাপর্যায়ের সভাগুলো থেকেই টের পেয়েছি। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আপনাদের মহামূল্যবান মতামত জেলা কমিটির মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তার প্রত্যেকটিকে আমরা সম্যক্ প্রণিধানপূর্বক 'দাবী-সনদ'-এর অন্তর্ভুক্ত করে করে নিয়েছি।

এ ছাড়াও WBLR Service গঠন এর পরিপ্রেক্ষিতে transfer guideline, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং সংশ্লিষ্ট বিধিতে WBLR service এর post গুলির স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করার বিষয়টি ও দাবী সনদ এ অন্তর্ভূক্তির দরকার আছে। তাই, বিভিন্ন বিষয় ছুঁয়েই সমগ্র ক্যাডার তথা জনগণের কাজের স্বার্থেই গোটা সংগঠন এই দাবী সনদ রচনাতে ব্রতী হয়েছে।

গত ৩১/০৫/২০২৩ তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ঘোষণা করেছেন, দাবী-সনদ রচনার ক্ষেত্রে সেই ঘোষণাকে মাথায় রেখে আমাদের WBLRS কে সকল Constituted State Level Service এর সাথে at par করে গঠনের সাধারণ দাবীকে আজ আরও জোরদার করতে হবে।

আজ, আমাদের এই মহতী সাধারণ সভা থেকে সামগ্রিক এই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই সাধারণভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং ক্যাডারগত প্রাসঙ্গিক দাবীসমূহ পূরণের জন্য জোরালো দাবী জানানো হচ্ছে—

ক্যাডারগত দাবি দাওয়া

১। (ক) WBSLRS Gr-I cadre কে ১৫নং স্কেল প্রদান ও সমগ্র WBSLRS Gr-I ক্যাডারকে SRO-II cadre এর সাথে absorption এর মাধ্যমে একত্রীকরণ (merger) করতে হবে এবং SRO-II nomenclature দিতে হবে।

(খ) এই merger এর পর SRO-II cadre কে PSC এর মাধ্যমে WBCS Group C তে সরাসরি নিয়োগ করতে হবে।

(গ) WBCS (Exe) এ feeder হিসাবে SRO-II ক্যাডারের ৫৩% quota বজায় রাখতে হবে।

২। **WBLRS সংক্রান্ত দাবিঃ-**

৩১/০৫/২০২৩ তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য State Service -এর মতো (ক) অবিলম্বে পাঁচটি (৫) category তে অর্থাৎ Assistant Director/ Asst. Secretary, Deputy Director/ Deputy Secretary, Joint Director/ Senior Deputy Secretary, Additional Director/ Joint Secretary এবং Additional Secretary স্তরে সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ State Service চালু করতে হবে।

(খ) WBLRS এর cadre strength পুনর্গঠন করে নিম্নরূপ করতে হবে-

প্রি-রিভাইজড স্কেল	পে-লেভেল অফ রোপা, ২০১৯	WBLRS বর্তমানে আছে	দাবি-প্রস্তাব	অনুপাত
১৬ নং	১৬	৪৪০	৬৫০	৬
১৭ নং	১৭	২২০	৩২৫	৩
১৮ নং	১৯	৭৪	১০৯	১
১৯ নং	২১	নেই	২২	২০% × ১০৯ = ২২
২০ নং	২২	নেই	১১	৫০% × ২২ = ১১
মোট		৭৩৪	১১১৭	

অর্থাৎ (১১১৭-৭৩৪) = ৩৮৩ টি পদ নবগঠিত WBLRS-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রস্তাবিত SRO-II ক্যাডারে পদসংখ্যা হবে [(৩৪৭+১৫৮৫)-৩৮৩] = ১৫৪৯

৩। (ক) WBCS (Exe) এর feeder এর eligibility criteria যেমন RO & SRO-II combined capacity তে ৬ বছর তেমনই WBLRS এর ক্ষেত্রে তা ৮ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর করতে হবে।

(খ) ১৬নং, ১৭নং, ১৮নং ও প্রস্তাবিত ১৯নং স্কেলে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন সময়সীমা ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর এবং ১৯নং স্কেল থেকে ২০নং স্কেল-এ ২ বছর করতে হবে।

(গ) কোনোভাবেই WBCS (Exe) এ feeder হিসাবে SRO-IIদের ৫৩% কোটা কমানো চলবে না।

(ঘ) আপাততঃ ৫ বছরের সময়সীমাকে শিথিল করে ১৭ নং এবং ১৮ নং scale এ বরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ২২০ এবং ৭৪টি পদ-এ নিয়োগ করতে হবে।

(ঙ) ISU সহ সমস্ত wing এ WBSLRS Gr-I-এর এবং SRO-II শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে।

৪। (ক) সংশ্লিষ্ট আইন অর্থাৎ (WBLR Act 1955, WBEA Act 1953, WBTT (A & R) Act, WBPT Act, সহ যাবতীয় আইন-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করে WBLRS-কে Reveneu power সহ

আইনের বৈধতা প্রদান করতে হবে।

(খ) (১) ISU এবং Directorate সহ অন্যান্য সমস্ত বিভাগে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা অনুযায়ী পরিকাঠামো তৈরী করতে হবে।

(২) ব্লকস্তরসহ প্রতিটি দপ্তরে দক্ষ কর্মচারী সমন্বয়ে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক RI অফিস-এর ভগ্নপ্রায় পরিকাঠামাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

৪) সমস্ত কোর্ট কেসকে কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। (ক) অবিলম্বে, WBLRS সহ SRO-II এবং WBSLRS Gr-I এর স্বার্থের পরিপন্থী Jt. BDO সহ অন্যান্য Cadre এর বৈরীতামূলক এবং প্রশাসনের বৈমাতৃ সুলভ আচরণ ও মনোভাব প্রতিহত করতে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) SAR প্রদান ও প্রেরণের পদ্ধতির স্তরগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে WBLRS-এর গঠন পরবর্তী বাস্তবতার নিরীখে বিচার করে ঢেলে সাজিয়ে নয়া আদেশ নামা প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয়ে অবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপকে অপসারণ করতে হবে।

(গ) সকল Departmental Proceeding ফেলে না রেখে অবিলম্বে দ্রুত নিষ্পতি করতে হবে।

(ঘ) অহেতুক ISU তে পুলিশি হেনস্থা বন্ধ করতে হবে।

(ঙ) ভূমিসংস্কার আইন ও বিধিসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে WBLRS কে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

(চ) অবিলম্বে সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বদলী নীতিতে বাস্তবানুগ পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

সাধারণ দাবি দাওয়া

১) অবিলম্বে ভূমি-সংস্কার দপ্তরসহ রাজ্য সরকারী কর্মীদের সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ সহ অস্থায়ী/ ঠিকা প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে।

২) অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে।

৩) হয়রানি মূলক বদলী রদ করতে হবে।

৪) সংবিধান-এর মর্মবস্তুকে উর্দ্ধে তুলে ধরে জনগণের মধ্যে যাবতীয় বিভাজনের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে।

৫) 'Die in harness' এর ক্ষেত্রে মৃত সরকারী কর্মীদের পোষ্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় দ্রুততার সাথে নিষ্পতি করতে হবে।

৬) শনি রবি এবং ছুটির দিনে কাজ করানোর প্রবণতা কমাতে হবে।

৭) ভুয়ো দলিল বা শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮) বেআইনীভাবে যে সকল বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছে তাদের রেকর্ড আইন অনুযায়ী পুনর্গঠন করতে হবে।

৯) সরকারী জমি বিক্রির ক্ষেত্রে আইনের বিধান এবং সুপ্রীমকোর্ট সহ উচ্চ আদালতের রায়কে মান্যতা দিতে হবে।

১০) সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত হবার অধিকারকে হরণ করা চলবে না।

তাং **৩রা জুন, ২০২৩** **সভাপতি**

কলকাতা

The Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते

Extraordinary
Published by Authority

CHAITRA 8] WEDNESDAY, MARCH 29, 2023 [SAKA 1945

PART 1—Orders and "Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc,

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Land & Land Reforms and Refugee, Relief & Rehabilitation Department
Establishment Branch, Nabanna
325, Sart Chatterjee Road, P.O-Shibpur, Howrah-711102

No. 1200-Estt./1E-02/2020-Apptt. Dated, Howrah, the 29th March, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by the provi|o;;to article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased hereby to make the following rules for constitution of the West Bengal Land Reforms Service tinder the administrative control of the Land and Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal :-

Rules

1. **Short title and commencement,** - (1) These rules may be called the West Bengal Land Reforms Service Rules, 2023.

   (2) These rules shall be deemed to have come into force from the date of its publication to the *Kolkata Gazette.*

2. **Definitions.** - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

   (a) "Appointing Authority", in relation to the posts of the West Bengal Land Reforms Service, shall be the Governor;

(b) "Government" means the Government of West Bengal;

(c) "Service" means the West Bengal Land Reforms Service;

(d) "SRO-I" means Special Revenue Officer, GradeI;

(e) ''SRO-II'' means Special Revenue Officer, Grade-II;

(f) ''RO'' means Revenue Officer.

3. **Constitution of Service.-** A State Service is constituted in the name and style 'West Bengal Land Reforms Service' (WBLRS) under the administrative control of the Land and Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department with a strength not exceeding 734 posts, by absorption of all existing 212 posts in the cadre of Special Revenue Officer, Grade-1 (SRO-l) and upgradation and absorption of not more than 522 posts of the cadre of Special Revenue Officer, Grade-II (SRO-ll) according to seniority in the existing Gradation List. Among total 869 sanctioned posts of SRO-II, (869-522) =347 posts of SRO-ll will act as feeder to this State Service.

4. **Distribution of posts in the West Bengal Land Reforms Service.-** From the date of constitution of the Service, 734 posts in the West Bengal Land Reforms Service shall be distributed in the following pay Levels under WBS(ROPA) Rules, 2019:-

SI. No.	**Pay scale under ROPA,2009**	**Pay scale under ROPA»20!9**	**No. of Posts**
1.	Pre-revised scale No, 16(PB 4A) Grade Pay Rs, 5.400/-	Pay Level 16 Rs. (56,100-1,44,3007/-)	440
2,	Pre-revised scale No, 17 (PB 4 A) Grade Pay Rs. 6600/-	Pay Level 17 Rs, (67,300-1,73.200/-)	220
3.	Pre-revised scale No. 1 8 (PB 4B) Grade Pay Rs. 7600/-	Pay Level 17 Rs. (95,l00-l,98,000/-)	74

5. **Sanctioned strength of SRO-I and SRO-II after constitution of the West Bengal Land Reforms Scrvice.-** From the date of constitution of the West Bengal Land Reforms Service, there will be no-cadre of SRO-I and the sanctioned strength of SRO-ll shall become (869-522)=347.

6. **Option to SRO-ll to Join the West Bengal Land Reforms Service.**- From the date of constitution of WBLRS, the remaining posts in the- cadre of Special Revenue Officer Grade-II (SRO-ll) will be the feeder post for both the WBLRS and WBCS(Exe.). A person holding a post in the SRO-II on the date of constitution of the WBLRS, if not

absorbed in the same on the date of constitution of the WBLRS, shall have to exercise one time option for being considered for promotion to either the WBCS (Exe.) or to the WBLRS within 90 days from the date of publication of the rules and such option once exercised, shall be final and binding on him. Persons entering into the cadre of SRO-II in future shall have to exercise option as stated above in this para within 90 days of such entry.

7. **Fixation of pay after constitution of the West Bengal Land Reforms Service,-** After induction to the West Bengal Land Reforms Service, the pay of each officer shall be fitted/fixed to the same cell of the appropriate Level as that of his existing pay and in absence of such ceil, pay shall be fixed to the next higher cell,

8. **Posts in different levels of the West Bengal Land Reforms Service and criteria of filling up of such posts.-**

Post in the rank of	Scale No. Under RoPA, 2009 (pre-revised) & under ROPA, 2019	Feeder post with Scale No.	Period in feeder/ immediate Lower posts/cale	Remarks
Assistant Director	Basic Grade, Pre-revised Scale "No. 16 (440 posts) Revised Pay Level 16 under ROPA, 2019	SRO-ll in Pre-revised Scale No. 15	RO+SRO-II (8 years)	All promotions are subject to availability of vacancy in the concerned promotional cadre post
Deputy Director	Pre-revised Scale No, 17 (220 posts) Revised Pay Level 17 under ROPA, 2019	Assistant Director in Pre-revised Scale No. 16	5 years in the Pre-revised Scale No. 16 (functional / non-functional)	
Joint Director	Pre-revised Scale No. 18 (74 posts) Revised Pay Level 19under ROPA,2019	Deputy Director in Pre-revised Scale No, 17	5 years in the Pre-revised Scale No, 17 (functional / non-functional)	

9. **Posting/Transfer/Placement.-** The Department of Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation will be the Cadre Controlling Authority of the West Bengal Reforms Service and will make initial appointment of officers in the service and issue order of promotion within the Department. Promotion from the post of Assistant Director to the post of Deputy Director and thereafter to the post of Joint Director will be done on the basis of seniority cum merit through Departmental Promotional Committee.

10. **Filling up of vacancies in the West Bengal Land Reforms Service for first three years.-** For first 3 (three) years, vacancy in Pre-revised scale No 16 will be filled up by absorption as per current Gradation list of SRO-I and SRO-II, subject to availability of vacancy and fulfillment of required benchmark of ACR/SAR as indicated at item 12

below, Integrity Certificate and Vigilance Clearance.

Provided that the officers who have already completed 5 years in Scale No. 16 (functional and non-functional) will be absorbed in Scale No. 17 and officers who have already completed 5 years in Scale No. 17 (functional and nonfunctional) will be absorbed in Pay Level 19, respectively in the posts of the said Service.

11. **Filling up of vacancies in the West Bengal Land Reforms Service after three years-** From the Fourth (4th) year, not more than 80% of vacancy in entry level (Pre-revised Scale No. 16) will be filled up by promotion as per existing Gradation list of SRO-II, subject to fulfilment of required benchmark of ACR/SAR and other conditions and remaining 20% of the vacant posts as on 1st January of every year will be filled up by direct recruitment on the basis of results of the West Bengal Civil Service (Exe.) etc. Examination for Group-A posts and services conducted by the Public Service Commission, West Bengal;

12. **Benchmark for promotion to higher scales/levels from immediate lower scale/ level**-

Number of Old & New Formats of ACR/SAR to be considered	**Minimum rating required for Absorption/promotion/movement to pay scale no,/pay level**		
	Unrevised Pay Scale-16 Revised Pay Level-16	**Unrevised Pay Scale-17 Revised Pay Level-17**	**Unrevised Pay Scale- 18 Revised Pay Level- 19**
5 ACRs	1.80	1.80	2.20
4 ACRs + 1SAR	2.34	2.34	2.86
3 ACRs + 2SARs	2.88	2.88	3.52
2ACRs + 3$ARs	3.42	3.42	4,.18
1 ACR + 4 SARs	3.96	3.96	4.84
5 SARs	4,50	4.50	5.50

13. **Determination of Seniority.-** The relative inter se seniority of the officers appointed to the post in the Service against the vacancies in any particular year shall be determined on the basis of the result of the examination conducted West Bengal Public Service Commission and according to the provision of the West Bengal Services;(Determination of Seniority) Rules, 1981.

14. **Publication of Cadre Schedule.-** Detailed cadre schedule in respect to WBLRS in different pre-revised scales shall be published by the Administrative Department in consultation with P&AR Department after publication of this Service rules.

15. **Transfer, posting, deputation etc.**- Transfer, posting, deputaion etc. of all the officers, who have been absorbed in the West Bengal Land Reforms Service, under these rules will be dealt by the Land & Land Reforms and Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department henceforth.

16. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department and the decision of the said Department shall be final and binding upon all the officers of the West Bengal Land Reforms Service.

By order of the Governor,

SMARAKI MAHAPATRA
Land Reforms Commissioner, West Bengal and
Secretary to the Government of West Bengal

The Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते

Extraordinary
Published by Authority

CHAITRA 8] WEDNESDAY, MARCH 29, 2023 [SAKA 1945

Part 1—Orders and Notification by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasurery, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Land & Land Reforms and Refugee, Relief & Rehabilitation Department
Establishment Branch, Nabanna
325, Sart Chatterjee Road, P.O-Shibpur, Howrah-711102

NOTIFICATION

No. 1201-Estt./1E-02/2020-Apptt dated the 29th March, 2023. In exeercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor

is pleased hereby to make the following rules regulating absorption and recruitment of Basic Grade posts of the West Bengal Land Reforms Service, 2023, constituted under this Department Notification No. 1200-Estt./1E-02/2020Apptt dated 29th Mach, 2023 published in the *Kolkata Gazette Extraordinary* dated the 29th March, 2023:-

Rules

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the West Bengal Land Reforsm Service (Absorption and Recruitment) Rules, 2023.
   (2) These Rules shall come into force from the date of its publication in the *Official Gazettee.*
2. **Definitions—**In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—
   (a) **"Appointing Authority"** in relation to posts of the West Bengal Land Reforms Service shall be the Governor;
   (b) **"Commission"** means the public Service Commission, West Bengal;
   (c) **"Government"** means the Government of West Bengal;
   (d) **"Service"** means the West Bengal Land Reforms Service.
3. **Method of absorption and Recruitment, by Selection.**—(1) For the first three years after constitution of the West Bengal Land Reforms Service, the eligible Officers in the rank of Special Revenue Officer, Grade-II as per current Gradation Lit of SRO-II, shall be absorbed and upgraded to the Basic Grade post of the said Service, on the basis of recommendation of the Public Service Commission, West Bengal, subject to availability of vacancy and fulfillment of required benchmark ofACR/SAR, Integrity Certificate and Vigilance Clearance, as stated in Rule 10 and Rule 12 of the West Bengal Land Reforms Service Rules, 2023.

(2) From the 4th (Fourth) year of the constitution of the West Bengal Land Reforms Service, 2023 :-
   (a) 20% of the vacancy as on 1st January of every year shall be filled up directly by selection on the basis of results of the West Bengal Civil Service (Exe.) etc. Examination for Group-A posts and services conducted by the Public Service Commission, West Bengal;
   Note : Two years probation shall be mandatory for the direct recruited Officers in the West Bengal Land Reforms Service. The said Officers should pass the departmental examination after completion of the probation period of two years.
   (b) Not more than 80% of the vacancy in entry level of the said Service shall be filled up by promotion, in consultation with the Public Service Commission, West Bengal from the feeder posts, i.e., Special Revenue Officer, Grade-II, provided they have completed 8 (eight) years of service as Revenue Officer (West Bengal Sub-ordinate Land Reforms Service, Grade-I) and Special Revenue Officer, Grade-II taken together.

4. **Qualifications and age for Direct Recruitment—** For appointment to the West Bengal Land Reforms Service, the qualifications and age shall be same, as prescribed for the candidates for the West Bengal Civil Service (Exe.) Etc. Examination for Group-A posts and services conducted by the Public Service Commission, West Bengal.
5. **Repeal and Saving**,— Notwithstanding anything contained in these rules, the persons appointed on regular basis or substantively to the posts covered under these rules, prior to coming into force of these rules, shall be deemed to have been validly appointed under these rules.

By order of the Governor,

SMARAKI MAHAPATRA
Land Reforms Commissioner, West Bengal and
Secretary to the Government of West Bengal

সমিতিগত তৎপরতা

○ বিভাগীয় সার্ভিস গঠনকে কেন্দ্র করে সমিতির সুনির্দিষ্ট মতামত এবং 'সার্ভিস' গঠন পরবর্তী উদ্ভূত জটিলতার নিরসন ঘটিয়ে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদে সমিতির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বারেবারে অবহিত করে ক্যাডারস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে-সব দাবী-দাওয়া পেশ করা হয়েছে সেগুলি এই সংখ্যায় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নীচে সংকলিত করা হ'লঃ—

MemoNo.08/ALLO/ 2023 Date: 04.05.2023

To,

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Constitution of WBLR Service and our assessment of the situation aftermath

Ref; Notification No. 1200-Estt./lE-02/2020-Apptt at Howrah. 29/03/2023

Madam,

On constitution of much awaited WBLR Service, our association has taken a stock of the situation, some of which needs to be brought to your kind attention.

I) The WBLR Service which was much coveted, published through the memo under

reference has been welcomed with mixed reaction throughout the existing three cadres, SRO I, SRO II & WBSLRS GrI.

II) The said service was formed with only three (3) categories in the pay scale of 16, 17 & 18 with respective posts of 440, 220 and 74. Although the departments like I&CA, Excise was gifted with a service having four categories i.e Additional, Joint, Deputy and Assistant levels. Hence, we are of the opinion that it is an incomplete service.

III) Our age-old demand was to constitute a state level service by merging together the entire strength of SRO I and SRO-IIs existing and sanctioned, respectively. However, the matter ended with a severe blow by excluding 347 SRO-IIs in scale no. 15 from the service thus formed with the strength of 734 service cadres, spread over only three categories as mentioned above.

IV) Moreover we demanded a waiting time of 3 years for eligibility for promotion, between the scales of the service which has been drawn for 5 years, instead of three years, as per our demand.

V) Astonishingly, the waiting period for eligibility to be promoted to WBCS(Exe) from feeder cadre of SRO II, in combined capacity of SRO II + RO remains 6 years while it has been raised to 8 years in the terms of eligibility to get promoted to WBLRS.

The authority must have thought that WBLRS is meant for much highly experienced cadres than WBCS (Exe) otherwise such mismatch would never have crept in. But we fail to concour with such views which may contain certain intentions to inhibit the cadre of this department.

VI) The base cadre of WBSLRS Gr I has been facing deprivation since its induction in WBCS Gr (C). Our association through tireless effort and good will of the government had been able to secure the increase the scale of WBSLRS Gr I from 10 to 14 in two stages, which for time being had eliminated the discrenancy of scales in WBCS Gr C.at that time.

However, by induction of another cadre of Correctional Service, the imbalance has crept again as they are allowed to enjoy scale 15 while WBSLRS Gr I still remains in scale 14,though the mode, manner and method of recruitment are the same, i.e. through WBCS Gr(C). We shall deal this matter of demand separately for upliftment of scale of WBSLRS Gr I. But it must be said that nothing has been thought of with respect to WBSLRS Gr I in the terms of their prospect, though they are the base cadre and recruited by PSC through WBCS examination. This violates the established theory of Maslow's hierarchy model, and hence, is thus unscientific in terms of HR management. This will, definitely going to create a sense of demotivation, desparation and consternation.

Aftermath————-

Now we would like to submit what had already occurred after 29/03/2023 i.e., the date of notification of WBLRS.

a) Jt BDOs have already been hostile and had come up with their figment of imagination claiming 98% of the feeder post to WBCS(Exe) which is probably more than their

existing posts of 750 cadres.(Copy attached)

b) We are sure that the department will have to go haywire in manning their huge department comprising ISU (DLLRO, SDLLRO, BLLRO), Land Acquisition, Compensation, Thika Tenancy, Rent Control, Urban Land Ceiling, Khasmahal, Indo Bangladesh and Bhutan boundary, LMTC, ARTI, WBSAT (3 benches), WBLRTT (4 benches), Directorate, Secretariat, leaving apart Tea Garden, PHE, Development Authorities, 1st Land Acquisition Collectorate, Teesta Barrage, IBBD, UDMA etc.

c) As per our calculations, some berths in scale no 18 & 17 i.e., 74 and 220 respectively will remain vacant due to the stringency of waiting time, which could easily have been waived off and filled according to gradation list seniority, and taking into consideration of other eligibility criteria.

d) The holiday of 3 years from direct recruitment could easily has been extended to 5 years to provide the existing cadres, the benefit of service.

e) The entire myopic view will call for further resentment as the direct recruits in scale 16 will obviously reach scale 19 through MCAS. But there is no functional berth at this level in WBLRS. Probably, WBLRS will be the only service which will be recruited through WBCS Examination conducted by PSC in group (A) whereby, they will be offered only three category of functional berths, which is absolutely a denial of natural justice.

We do not fail to appreciate the positive side of the notification by virtue of which we can avail scale 18 and and above, the recognition of the need for a service in this department, whereby, to some extent will help in preserving the expertise of the cadre in this department. However, any success is bound to follow with its certain problems. In this case the evidence of certain inhibition is very much palpable so as not to grant a service with four categories like other services and excluding a part of SROII s, from service. This has been delibarately made, without any rhyme or reason, to ensure hegemony of certain cadre, which needs no explanation.

Our association is soon going to put forth our new charter of demands in wake of such an incredulous situation, particularly for the base cadre and the left-out SRO-IIs to remove the threats which are coupled with hostility of other cadres like Jt BDO etc. who have set their target to eliminate the feedership of SROII s, to the cadre of WBCS(Exe).

This submission to your kind self is made for consideration of the concrete situation, aftermath—

Yours sincerely,

Krishanu Deb

Krishanu Deb
General Secretary

Memo N0.16/ALLO/2023 Date: 15.06.2023

To,

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: **Charter of Demands as adopted unanimously in the Extraordinary General Meeting held on 03/06/2023 at State Youth Centre, Moulali, Kolkata.**

Our Ref: **Memo 14/ALLO/2023 Dt. 29/05/2023**

Your Ref: **1587-Appt/lM-03/22 Dt 17/6/2022.**

Respected Madam,

With the subject under reference, gladly, I would like to inform that the scheduled meeting was held successfully in presence of more than three hundred members of our beloved association and concluded with a unanimous decision regarding the charter of demands for the departmental cadres of L&LR&RR&R Dept. of Govt. of West Bengal.

In view of the notifications issued on 29/03/2023 regarding the constitution of WBLR Service and subsequently the **Press Release** by the Govt. of West Bengal dt. 31/05/2023 has created a perspective for raising these just demands. The press release had augmented our method of thinking which we had been pursuing all through 36 years of our existence as a responsible and beholding organization of the concerned cadres of this department.

Since 1990 we had relentlessly fought to realize the demands, tirelessly, and which resulted in upgradation of scales of WBSLRS Gr-I and SRO-IIs and conversion of 301 posts of WBSLRS GR-I to SRO-II paving the way to creation of service in the form of WBLRS. Our assessment of the newly formed service has been stated in our reference as quoted above.

Based on our experience of LR work, we always strived for retention of the expertise in LR work in our department, which was the point of departure of our thought in framing of our scientific and achievable demands.

Every success had brought its own contradiction which we analyzed on the basis of the concrete situation and had put forward to the department our views and demands on various issues regarding Land Reforms, building of the ISU set-up, fighting the court cases safeguarding state interest in WBLR&TT as well as other Courts of law, transfer and posting guidelines of the cadres and the demands concurring career, scales of pay and formation of much coveted service in this department.

We acknowledge the contribution of our elders and seniors who had longed and contributed to their longdrawn struggle in many forms and ideas for creation of service in this department which actually started in the seventies of the previous century. Hence, the notification of creation of service on 29/03/2023 is a historic event.

However, we found that though the department once upon a time had suggested for creation of service with 1044 cadres comprising of existing SRO-II and SRO-I entirely and submitted their valued opinion to the 6th Pay Commission, the notification on 29/03/2023 regarding service has been deleterious to the interest of cadre on many grounds as well as non-congruent in structure as compared with all other State services so far constituted by Govt. of West Bengal. Moreover, the suppression and not mentioning the very existence of WBLRS in the press note of the Govt. of West Bengal dt. 31/05/2023, further puts to askance the very intention and the view point of the Govt. towards WBLR Service.

Further, as per your reference quoted above Spl. Secretary stated to DLRS & Jt. LRC WB, that the total number of SRO-I & SRO-II taken together to be existing on that date was 1084 (869+215).(copy attached).

In this perspective, we resolved that the incompleteness and incongruence in the structure of the WBLRS vis-a-vis other services ought to be brought to the notice of the Govt. as fundamentally it hits the constitutional provisions of equality. Further, the need of the different wings including ISU can never be satisfactorily fulfilled with 734 cadres which needs immediate expansion. There is clearly a contradiction of the content and form as laid down in WBLR Service in the department. The principles adopted in framing of the WBLR service has given rise to more problems than it has achieved to solve. Withholding of Scale No. 19 and 21 is distressing for the cadres purposefully distort the aim of formation of a service.

Land and Land Reforms, like Home & Finance, is a controlling department and arm of the Govt. and any adverse mindset will not only curb the interest of the cadres but also of the government and the State interest. We believe that, here the Land & Land Reforms department has a great role to play to turn the tide with the help of land utilizations and reforms both in Agricultural Sector and Industry. But, without a well-staffed machinery in this department, this is not ought to be. A suboptimal service structure can never deliver what is needed at this juncture.

Our struggle for the realization of our demands is based not only on the cadre interest but that of the state as a whole as well.

Hence, unanimously on 03/06/2023 apart from the service notification our association adopted the charter of demands which is attached herewith.

To mention the salient features are as follows: -

(A) **For WBLRS**

It appears from the correspondence as referred above, the total strength of SRO-II and SRO-I are cited as 869 and 215 respectively. Considering these two figures the total

strength of SRO-II & SRO-I in combine capacity is (869 + 215) 1084. Now, in the ratio of 6:3:1 the strength of cadre is deduced as 650:325: 109 (rounded off).

The structure of the cadre be recasted as follows with designation at par with the press release of 03/05/2023.

Designation	Pay-Scale	No. of Post	Remarks
Asst. Director	16	650	60% of 1084
Dy Director @ Ex-officio Dy. Secretary	17	325	30% of 1084
Jt. Director @ Ex-officio Sr. Dy Secretary	18	109	10% of 1084
Addl. Director @ Ex-officio Jt. Secretary	19	22	20% of 109
Addl. Director @ Ex-officio Spl. Secretary	21	11	10% of 109
TOTAL		1117	

So, the excess no of cadres i.e. (1117-734 = 383) will have to be taken from Cadre strength of SRO-II.

(B) For WBSLRS Gr-I & SRO-II

a. Absorb the entire WBSLRS Gr-I into the cadre of SRO-II allotting Scale No. 15 to WBSLRS Gr-I i.e. 347 (SRO-IIs) + 1585 (WBSLRS GR-I) = 1932. The ultimate strength of SRO-II will be 1549 (1932-383).

b. Thus formed SRO-II will be directly recruited from WBCS Gr 'C' examination and will retain the feeder status to WBCS (Exe) with the present ratio of 53%, alongwith the feedership to WBLRS.

Our demand for combining the WBSLRS Gr I and SRO II is of utmost importance in view of the cadre interest for the good reasons mentioned below.

I. WBSLRS Gr I is already considered in combined capacity with SRO-II as a feeder with a waiting period of 6 years to be eligible for WBCS(Exe) promotion. The Service notification implies that a cadre who has completed 6 years in WBSLRS Gr I will be eligible on the first day of his promotion to SRO II as he has completed 6 years in combined capacity. The reality is that there exist many WBSLRS Gr-I waiting for 9 years without getting promoted to SRO II. So, these tenure in WBSLRS Gr I is sufficient in actuality to be promoted to WBCS(Exe) through SRO II.

II. By the creation of service 347 SRO -IIs have been left out. This triggered the Jt.

BDOs to attack the cadre by demanding of snatching away 53% quota of SRO II as a feeder to WBCS(Exe). The formidable no. of SRO II if combined with WBSLRS Gr I by way of absorption i.e. 1585+347 = 3932 cadres will be able to thwart the impromptu deleterious tactics of Jt. BDOs. They are complaining of headache without a head.

III As regards to the burden on state exchequer, our just demands can be met with practically met with minimal and very insignificant burden on exchequer. We crave leave to explain and elaborate it in future.

IV There is not much change in the number of total cadre strength of officers of this department. Even none of any other cadre schedule is disturbed through our demands and hence, it is more economical and is able to give maximum benefit to the cadres as well as the Government.

Further we are really pained to state that there must have been some hands of God working at our peril by suggesting 8 years waiting time for eligibility to be promoted to WBLRS whereas it remains 6 years to be promoted to WBCS (Exe) for the same cadre, SRO-II. Ironically, WBLRS stops at Scale No. 18 wheras WBCS (Exe) continues to Scale no 21. It is like asking more fare for a lesser distance to travel. Unique idea could easily have fascinated Woodhouse or Sukumar Ray had they been able to see the absurd light of this day.

We have pointed this out in our assessment letter dt. 04/05/2023 and demand immediate correction of this from 8 years to 6 years at par with the eligibility criteria of promotion of SRO-II to WBCS (Exe). The salient features of our charter of demand placed for your kind perusal with a request to take liberal view and soften the criteria of 5 years of waiting time which we demanded to be brought down to 3 years. Further, we state that, as the notification has given a holiday of 3 years for direct recruitment in WBLRS, the existing cadre may be fitted to the vacant post of Deputy and Joint Levels according to seniority, waiving the eligibility bar. Otherwise, it will be difficult to immediately man this huge set up with so many vacant posts in scale no. 17 and 18 at present. As per the **Press Release** of 31/05/2023 this exercise may please be taken up within 3 months to revamp the L&LR&RR&R Dept.

By expulsion of all absurdities and inhibitions let the WBLRS as well as the feeder to the service stand on its own feet for the sake of not only the cadres but the entire people of this state who deserves to be served by officers in this department belonging to a genuine state level service.

This is for your active and kind consideration.

With regards,

Enclo:- As stated above

Yours sincerely,

Krishanu Deb

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.20 / ALLO / 2023 Date: 20.09.2023

To,

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, **Howrah-711102.**

Subject: Impasse in formation of WBLR Service and withholding the names of SRQ II to WBCS(Exe) feeder posts and promotion of RQs

Respected Madam,

'The world is a comedy for those who think and a tragedy for those who feel"

The poles of serendipity and zemblanity around the axis of which the cadres of the department are revolving is an inexorable experience.

Since the notification of WBLR Service, the process of ironing out the nitty-gritty called for intervention of the PSC(WB) and other departments like PAR. Law, Finance and none the less, CMO's office but still there exist an impasse, till date.

As such, the creation of service with 734 cadres bears the birthmarks of an ill-fated child, and, the inadequate reinforcements of which was very much palpable to all the stake holders.

Currently, so far as we have learnt that 734 posts could not be manned and filled at one go. There remains huge vacancy at Dy. Director and Jt Director levels as follows.

Post	Sanctioned	Considered	Vacancy
Asst, Director	440	423 + 17 = 440	0
Dy. Director	220	136 + 31 = 167	53
Jt. Director	74	43	31
Total	734	650	84

The reasons behind the vacancies are. pending SARs, DP/VC and due to ineligibility for not serving for 5 year tenure in the lower scale.

On the other hand, some 89 SRO-IIs have opted for joining WBCS(Exe) cadres. As

far as we have learnt that our department had throughout been apathetic and neglectful of this regular and routine task of sending the name of willing SRO-IIs along with SARs to PSC. The cumulative vacancy is piling up since 2017. PSC(WB) has already declared the vacancy of 2021 for the posts of WBCS(Exe) cadre.The P&RD Dept. had regularly fetched their cadre i.e. Jt, BDOs., the rightful opportunity whereas we failed, miserably.

The resultant deprecation and the brunt is felt by the Revenue Officers (WBSLRS Gr-I) whose promotional avenue is entirely chocked due to such stagnation. The due promotion when denied due to such negligence, witholding of promotions only results in permanent monetary loss for a lifetime for which the department is only to be blamed.

Along with this deprecation, the transfer of ROs is also denied due to the alibi of not disturbing the USER ID allotted to each RO for mutation through e-Bhuchitra for the fear of maintaining the block wise monthly returns in ISU. It is needless to mention that most of the ROs are posted in the ISU of L&LR and RR&R department.

If this be the situation, God save the RIs who are feeder to Revenue Officers.

The entire impasse is due to the inhibitions, negligence and insouciance of a level of authority who are hellbent to holdback the cadres with definite interest, omissions, disrespect, negligence and devoid of sympathy.

We demand that the movement of files of WBLRS as well as the names of SRO-IIs who are willing to join WBCS(Exe), immediately be expedited. We also demand that the pending promotions of Revenue Officers' (WBLRS Gr -I) be also taken up simultaneously, and not to deprive them of their genuine career prospect, which is already in shambles and prevent the monetary loss.

The unbearable asphyxiating situation prevailing in the entire department may kindly be looked into and redressed with right earnest.

Otherwise, it will be only travesty of natural justice.

With regards.

Yours sincerely,

Krishanu Deb

Krishanu Deb
General Secretary

○ ৩রা জুন ২০২৩ তারিখে 'বিশেষ সাধারণ সভা'য় গৃহীত 'দাবী-প্রস্তাব'-কে কেন্দ্র করে এবং **Jt B.D.O. Association** কর্তৃক **WBCS (Exe)**-এর ফিডার কোটা পরিবর্তনের অযৌক্তিক দাবীর বিরোধিতা করে সমিতির পক্ষ থেকে **PSC** সমীপে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করা হয়েছে, যা' পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নীচে মুদ্রিত করা হলঃ-

Memo No.l8/ALLO/2023 Date: 07.07.2023

To

The Chairman,
Public Service Commission, West Bengal
161-A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026

SOS

Sub: Charter of Demand adopted unanimously on 3rd June,2023 by our association aftermath the notification of West Bengal Land Reforms Service.

Respected Sir,

Kindly, find herewith, our observation along with the charter of demands as stated above for your kind perusal and consideration.

The acrimonious attitude of the Jt. BDO's and proposal for the curtailment of our quota to WBCS(Exe) from 53% to 30% has generated a tremendous amount of anxiety resentment and hopelessness amongst the WBSLRS Gr-I regarding the future of their career.

We've explained in detail the arbitrariness of fixing only 734 posts in WBLRS which is inadequate to efficiently run the integrated set-up and other wings of this deptt.

WBSLRS Gr-I in combined capacity with their tenure in SRO-II are eligible to be considered to the feeder to WBCS(Exe.). WBSLRS Gr-I is inducted through the WBCS Examination Group-C. We think, that PSC has certain responsibility and obligation towards the cadre which left to face the brunt.

We certainly resist the mechanisations of the Jt. BDO's and same string pullers behind this play to asphyxiate WBSLRS Gr-I and leftover SRO-IIs.

We request to kindly grant us audience before taking any decision over the matter.

Enclo: Charter of Demand as adopted unanimously on 3rdd June, 2023.

With regards,

Yours sincerely,

Krishanu Deb

Krishanu Deb
General Secretary

o **WBLR Service-এ eligible SRO-II দের Absorption সহ R.O.-থেকে S.R.O-II এবং SRO-II থেকে WBCS (Exe)-এ প্রোমশন দানের বিষয়টিতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব দূর করার জোরালো দাবী জানিয়ে মাননীয় ভূমি-সচিব সমীপে সমিতির পক্ষ থেকে যে-পত্র সম্প্রতি প্রেরিত হয়েছে, তার অনুলিপি নীচে মুদ্রিত করা হ'ল; বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অচলাবস্থা দূর করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।**

Memo No.22/ALLO/2023 Date: 09.11.2023

To,

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject:- Absorption of eligible SRO-II in WBLR SERVICE, Promotion to WBCS (Exe) from feeder cadre of SRO-II, Promotion to SRO-II from R.O and Promotion to WBSLRS Gr-I from feeder cadre of Revenue Inspector.

Respected Madam,

With grave concern, I, on behalf of our association would again like to draw your kind attention to the fact that due to the inordinate delay in the process of the constitution/ formation of WBLR service, the promotion of Revenue Officers to SRO-II cadre and the promotion of SRO-II cadre to the feeder post of WBCS (Exe) have been delayed. At the same time we have also seen that the promotion from the post of Revenue Inspector to the post of Revenue Officers has been delayed.

We have observed that there is a clear vacancy of about 100 Officers in the post of SRO-II.

Due to that fact, the concerned officers are going to face financial loss in recurrence in their entire service career. This is very much unfortunate to the poor officers.

Thus, considering the gravity of the situation, I, on behalf of our association would like to request your kind self to peruse the matter with compassion and to allow us to meet your kindself at your earliest convenience to discuss over the different issues related to entire cadres.

With regards,

Yours sincerely,

Krishanu Deb

Krishanu Deb
General Secretary

o বিভিন্ন অজুহাতে আর.ও-দের জেলাগত বদলির বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে; এ-ব্যাপারে সত্বর উদ্যোগী হওয়ার আবেদন জানিয়ে সম্প্রতি সমিতির পক্ষ থেকে একটি পত্র ভূমি-অধির্কতা সমীপে প্রেরিত হয়েছে।

Memo No.21/ALLO/2023 Date: 06.11.2023

To
The Director of Land Records & Survey, &
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata- 700027.

Sub: Transfer of Revenue Officers.

Respected Madam,

I would like to invite your kind attention to the issue as mentioned hereinabove.

The Revenue Officers (WBLSRS Gr-I),who are posted in A and B zones are supposed to be transferred to their home zones after 3 years and 4 years respectively, as per existing transfer policy guidelines of the Department. It is pertinent to mention in this context that due to several administrative compulsion some of them are being transferred scatteredly. But, a good number of Revenue Officers are still posted far away from their home and awaiting for transfer to their respective home districts.

We are raising this issue often before your kind self for the sake of poor officers.

Therefore, on behalf of our Association, 1 do hereby pray to your kind self to take up the issue with due compassion.

This is for your kind perusal and necessary action.

Yours faithfully,

Krishanu Deb

Krishanu Deb
General Secretary

সমিতি-সংবাদ

জেলা কমিটি সমূহের বর্ধিত সভা

বিগত ৩রা জুন, ২০২৩ সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা (Extra-Ordinery General Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় তিন শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে এবং সর্বসম্মতিক্রমে সমিতর নতুন দাবিসনদ গৃহীত হয়। সেই সভা থেকেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নতুন করে দাবিসনদ রচনার প্রেক্ষাপট এবং এই দাবিসনদকে জেলার সদস্যদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী জেলায় জেলায় বর্দ্ধিত জেলাকমিটির সভা ডাকা হবে। এই সভাগুলি থেকে জেলার সকল সদস্যদের সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা (৩রা জুন, ২০২৩)-র আলোচনা ও ঐ সভা থেকে গৃহীত দাবিসনদ সম্পর্কে সম্যক অবগত করতে হবে।

সেই অনুষঙ্গেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস জুড়ে বিভিন্ন জেলায় বর্দ্ধিত জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত মোট ২০ টি জেলা বর্দ্ধিত জেলা কমিটির সভা সম্পন্ন করেছে।

ইতিমধ্যে যে জেলাগুলি এই সভা সম্পন্ন করেছে, সেগুলি হল:

১) নদীয়া—১৩.০৮.২৩
২) হাওড়া—১৮.০৮.২৩
৩) উঃ দিনাজপুর—১৯.০৮.২৩
৪) হুগলী—১৯.০৮.২৩
৫) বীরভূম—১৯.০৮.২৩
৬) পূর্ব বর্দ্ধমান—২৬.০৮.২৩
৭) পূর্ব মেদিনীপুর—২৮.০৮.২৩
৮) মুর্শিদাবাদ—৩০.০৮.২৩
৯) পুরুলিয়া—৩০.০৮.২৩
১০) পশ্চিম মেদিনীপুর—৩০.০৮.২৩
১১) মালদা—৩০.০৮.২৩
১২) পশ্চিম বর্ধমান—৪০.০৮.২৩
১৩) ঝাড়গ্রাম—৩১.০৮.২৩
১৪) বাঁকুড়া—১০.০৯.২৩
১৫) দঃ দিনাজপুর—২৮.০৯.২৩
১৬) কোচবিহার + আলিপুরদুয়ার—৭.১০.২০২৩
১৭) দার্জিলিং + জলপাইগুড়ি—৮.১০.২০২৩
১৮) উত্তর ২৪ পরগণা—৮.১০.২০২৩

বেশীরভাগ জেলার এই সভাগুলিতে জেলার সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সভাগুলিকে সফল করে তুলেছে। কিন্তু গুটিকয়েক জেলার ক্ষেত্রে সদস্যদের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতিও দেখা গিয়েছে।

প্রতিটি জেলার সভাতেই এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলার এই সভায় উপস্থিত

প্রত্যেক সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় বিষয়ে তাদের মতপ্রকাশ করেন। প্রত্যেক জেলার সভায় যে বিষয়গুলি নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করেন, তার মধ্যে মূল এবং উল্লেখযোগ্য হল:

১) বিভাগীয় সার্ভিসের অসম্পূর্ণতা এবং ক্যাডারের উপর (বিশেষত ROদের উপর) তার কুপ্রভাব

২) RO-SOR-II দের দীর্ঘদিনের বকেয়া বদলী সংক্রান্ত বিষয়

৩) হয়রানীমূলক বদলী (জেলার অভ্যন্তরে সহ গোটা রাজ্যে)

৪) Compassionate Ground-এ বদলীর আদেশনামা না প্রকাশ করা

৫) RO থেকে SRO-II তে পদোন্নতি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা

৬) e-Bhuchitra জনিত নিত্য-উদ্ভাবন ও তৎসংক্রান্ত জটিলতা

৭) ব্লকে ব্লকে আধিকারিকদের উপর দুষ্কৃতিদের হামলা ও হুমকি

৮) আধা বিচারবিভাগীয় কাজে পুলিশ প্রশাসনের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও অতি সক্রিয়তা

৯) WBCS (Exe) তে পদোন্নতির সুযোগ দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত হওয়া

১০) অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী থাকা।

সভার অন্তিমলগ্নে জেলার সকল সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন উপস্থিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা।

- **বিগত ৭ই এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে বিকেল ৫টা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়সহ বিভাগীয় আধিকারিকদের WBLR Service গঠন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাক্রমে পরবর্তী কার্যসূচী সম্পর্কে এই সভা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**
- **গত ২৩/০৪/২০২৩ তারিখে সন্ধে ৬টা থেকে সদ্যগঠিত "WBLR Service সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতির ইউটিউব চ্যানেলে একটি লাইভ অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বিভাগীয় সার্ভিস' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব ও সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য চঞ্চল সমাজদার। অনুগামীসহ ক্যাডারদের এক বৃহদংশ এই অনুষ্ঠানের সম্প্রচারে সরাসরি অংশ নিয়ে বা পরবর্তীকালে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে দেখেছেন।**
- **আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস উপলক্ষে ১লা মে, ২০২৩ বেলা ১টা থেকে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করা হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যাপর্ণের পর দিনটির গুরুত্ব এবং বর্তমান পরিসরে মে-দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃশাণু দেব এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চঞ্চল সমাজদার।**
- **২৩শে মে, ২০২৩ তারিখে সমিতির ৩৭ তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দপ্তরে (মৌলালি) সন্ধে ৬টা থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি সুশান্ত ঘোষ। সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চঞ্চল সমাজদার—তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যে সমিতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও সংগঠনের আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন।**

'তখন কে বলে গো এই প্রভাতে নেই আমি...'

সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব অলক গুপ্ত ও বিশ্বজিৎ মাইতি-র 'স্মরণ-সভা'

গত ৫ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্র-এ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যবস্থাপনায় সংগঠনের দুই অগ্রণী নেতৃত্ব প্রয়াত অলক গুপ্ত এবং বিশ্বজিৎ মাইতির 'স্মরণ-সভা' অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১৩ই জুন এবং ১৪ই জুন তারিখে জীবনাবসান ঘটে বিশ্বজিৎ মাইতি ও অলক গুপ্ত-এর। সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই অলক গুপ্ত সংগঠনের নেতৃপদে আসীন ছিলেন, বিশ্বজিৎ মাইতি ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং গোটা রাজ্যের অসংখ্য অনুগামীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। মৃত্যুকালে শ্রী মাইতির বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৭ বৎসর। দুই প্রজন্মের প্রয়াত এই নেতৃদ্বয়ের প্রতি 'স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ' নিবেদন করতে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় শতাধিক সদস্য। প্রবীণ থেকে নবীন—সব প্রজন্মের মানুষজনই সমবেত হয়েছিলেন সমিতির প্রিয় নেতৃদ্বয়কে শ্রদ্ধা জানাতে। প্রয়াত শ্রী অলক গুপ্ত ও শ্রীবিশ্বজিৎ মাইতির—পরিবারের মানুষজনও এই 'স্মরণ-সভা'-য় যোগদান করেন।

'স্মরণ-সভা'-য় স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যমত প্রবীণ নেতৃত্ব ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য চঞ্চল সমাজদার, আশিস গুপ্ত, কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শান্তনু গাঙ্গুলী এবং সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব। তাঁদের সকলের বক্তব্যেই এই দুই নেতার সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বদানের প্রসঙ্গ বিশদে আলোচিত হয়, পরিস্ফুটিত হয় প্রয়াত নেতৃদ্বয়ের ব্যক্তিত্বের নানা দিক। সংগঠনের পথচলায় তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, 'স্মরণ-বেদনার বরণে আঁকা' বক্তব্যসমূহে সেই সুরই প্রতিধ্বনিত হয়।

সভার শুরুতে প্রয়াত নেতৃদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত শ্রী অলক গুপ্ত ও বিশ্বজিৎ মাইতির সহধর্মিনী সহ সভাস্থ উপস্থিত সকলেই। সভার কাজ সঞ্চালন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতিদ্বয় সুশান্ত কুণ্ডু, দেবব্রত ঘোষ ও প্রবীণ নেতৃত্ব প্রণব দত্ত।

এই সভা থেকে সমিতির অগ্রণী দুই নেতৃত্বের স্মরণে দুটি পৃথক প্রস্তাব পঠিত হয়, যা এই প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা 'হল।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

কেন্দ্রীয় কমিটি

স্মরণ-সভা

মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা
৫ই আগস্ট, ২০২৩

সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব অলক গুপ্ত স্মরণে

গত ১৪ই জুন, ২০২৩ তারিখে জীবনাবসান ঘটেছে সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-নেতৃত্ব অলক গুপ্তের, সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জেলা এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিল তাঁর অবস্থান। সম্প্রতি ফুসফুসঘটিত অসুখের বাড়াবাড়ির কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে, চিকিৎসার কারণে কলকাতার এ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হন, বাড়ি ফিরে আসার পর পুনরায় অসুস্থ হয়ে গত ১৩ই জুন হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এবং সেখানেই পরদিন ভোরবেলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর।

অলক গুপ্তের জন্মস্থান মাতুলালয় বহরমপুরে; পিতা অরুণকুমার গুপ্ত এবং মাতা অনিমা গুপ্তের পাঁচ সন্তানের মধ্যে অলক গুপ্ত ছিলেন চতুর্থ, এছাড়া ছিলেন তিনজন অগ্রজা এবং একজন কনিষ্ঠা সহদোরা।

অলক গুপ্তের পারিবারিক আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার খানাকুলে, পিতা চাকরীসূত্রে কলকাতার বেহালা অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। অলক গুপ্ত এই অঞ্চলেরই বেহালা হাইস্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ থেকে অর্থনীতির সাম্মানিক স্নাতক হন।

১৯৭৪ সালে তিনি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে 'কানুনগো' পদে চাকুরীতে যোগ দেন। প্রথমে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় এবং পরবর্তীকালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অফিসে 'ইন্টিগ্রেটেড সেট আপ' চালু হওয়ার আগে ও পরে কর্মরত ছিলেন; দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর (সদর) মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে 'ভেস্টিং সেল' সহ গুরুত্বপূর্ণ নানা শাখায় দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এস.আর.ও-২ পদে উন্নীত হওয়ার পর কিছুদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর-১ ব্লকের বি.এল.এন্ড.এল-আরও রূপেও দায়িত্ব নির্বাহ করেছিলেন। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে সদ্যগঠিত 'ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস টেনেন্সি ট্রাইব্যুনাল'-এর 'গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ' রূপে মনোনীত হয়ে তাঁর কর্মজীবনের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। ২০১১ সালের ৩১শে আগস্ট চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের দিনটি পর্যন্ত একাদিক্রমে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে এই দায়িত্ব তিনি প্রতিপালন করে এসেছিলেন। এস-আর.ও-১ পদে প্রোমশন পেয়ে হাওড়ার ডি.সি.ও-রূপে কার্যভার গ্রহণ করার পরও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে 'গভর্নমেন্ট রিপ্রেজিন্টেটিভ'-এর গুরুভার যোগ্যতার সঙ্গে বহন করে এসেছিলেন। বস্তুতঃ পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের জনহিতকর ভূমি-সংস্কার কর্মসূচীর রাজ্যব্যাপী সফল রূপায়ণে বিভিন্ন স্তরে যে-সমস্ত দায়বদ্ধ প্রশাসনিক আধিকারিকদের শ্রম ও দক্ষতা উপরোক্ত কর্মসূচীকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, অলক গুপ্ত ছিলেন তাঁদের সামনের সারিতে।

অনুগ্র অথচ দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী অলক গুপ্ত আমাদের প্রিয় সংগঠনের এক অগ্রপথিকরূপেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অবিভক্ত সমিতির অভ্যন্তরে নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে যে বিতর্ক চলেছিল এবং যে-লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে অবশেষে ১৯৮৭ সালর ২৩শে মে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে আমাদের প্রিয় সমিতি 'এ্যসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর, প্রথমাবধি সেই সংগঠনের বিকাশ ও ব্যাপ্তিতে তাঁর ভূমিকা ছিল নানাদিক থেকেই মনে রাখার মতো এবং অনুজ সহযোদ্ধাদের কাছে প্রেরণাদায়ী। যুগপৎ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব রূপে তাঁর ভূমিকা সমিতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বস্তুতঃ বিভেদকামীদের শক্ত ঘাঁটি—দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় শ্রী গুপ্তের সৈনাপত্যেই জেলা-সংগঠন এক শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির আত্মপ্রকাশলগ্ন থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির কর্মকর্তা হিসাবে তিনি বিবিধ দায়িত্ব প্রতিপালন করে এসেছিলেন।

১৯৯৮ সালে সমিতির ৬ষ্ঠ রাজ্য-সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়ে দ্বাদশ রাজ্য-সম্মেলন অবধি একাদিক্রমে শ্রীগুপ্ত সংগঠনের এই শীর্ষ পর্যায়ে বহুমুখী দায়িত্বপালন করে এসেছিলেন। দ্বাদশ সম্মেলন থেকে সমিতির মুখপত্র-সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন। 'আলো' পত্রিকার মনোন্নয়নে পত্রিকা উপসমিতির সদস্য হিসাবেও তিনি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। 'আলো' পত্রিকার 'বৃত্তিগত প্রসঙ্গ' বিভাগটিকে প্রায় একার হাতেই তিনি পরিচালনা করতেন এবং এই বিভাগে প্রশ্নোত্তর আকারে বিভিন্ন আইনকানুন সংক্রান্ত আলোচনা পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। শিল্প ও সাহিত্য সংস্কৃতির সমঝদার অলক গুপ্তের বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা ও বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যুক্তি ও তথ্যের চমৎকার সংমিশ্রণ, পরিস্থিতিকে প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী করে ব্যাখা করার ক্ষমতা সুবক্তা হিসাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সংগঠনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও বরাবরই তিনি উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন।

সংগঠনের সৈনিক রূপে তাঁর ভূমিকা ছিল আদর্শস্থানীয়। বস্তুতঃ যে প্রথম প্রজন্মের নেতৃত্ব আমাদের প্রিয় সংগঠন 'আলো'-কে নীতি ও আদর্শে অটল থেকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে পরবতী প্রজন্মের কাঁধে সেই দায়িত্বভার ন্যস্ত করে গেছেন সেইসঙ্গে উত্তরসূরীদের সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা জুগিয়েছেন অবিরত, অলক গুপ্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সংগঠনের দিনানুদৈনিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত না থাকতে পারলেও প্রতিটি বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত এবং সচেতনভাবে অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরামর্শ দিয়ে অনুজ সহযোদ্ধাদের সমৃদ্ধ করতেন। 'সংগঠন' ছিল তাঁর জীবনচর্চারই অন্তর্ভুক্ত; যে উন্নত চেতনার দৃঢ় বনিয়াদের উপর 'সংগ্রাম' ও 'ঐক্য'-এর কাঠামোয় সংগঠন বিস্তার লাভ করে তারই প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে অলক গুপ্তের সংগ্রামী জীবন। সহধর্মিনী ও একমাত্র কন্যা ও জামাতাসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই সভার পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে শ্রীগুপ্তের অমলিন স্মৃতির উদ্দেশে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

অলক গুপ্ত অমর রহে।

অলক গুপ্ত তোমায় জানাই লাখো সেলাম।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

কেন্দ্রীয় কমিটি

স্মরণ-সভা

মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা
৫ই আগস্ট, ২০২৩

সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব বিশ্বজিৎ মাইতি স্মরণে

গত ১৩ই জুন, ২০২৩ তারিখে জীবনাবসান ঘটেছে আমাদের প্রিয় সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতির। সংগঠনের সর্বস্তরে বিশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী শ্রী মাইতির অকালপ্রয়াণে অনুগামী তথা ক্যাডারদের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া, স্বজন হারানোর বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়েন সকলে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৭ বৎসর। কিছুদিন ধরেই দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং সর্বোচ্চপর্যায়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত জীবনযুদ্ধে তাঁকে হার মানতে হয়। যদিও রোগজর্জর শরীরেও তাঁর মনের দীপ্তি ছিল অম্লান, রোগশয্যায় তাঁর সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে গেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সেই দীপ্তির স্পর্শ অনুভব করেছেন যেমনটি সর্বদাই তাঁর সান্নিধ্যে প্রতিভাত হত।

বিশ্বজিৎ মাইতির জন্ম ১৯৭৫ সালে, অবিভক্ত মেদিনীপুর বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ব্লকের অন্তর্গত বাঘদিহাশোল গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। তিনি ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। গ্রামের স্কুলেই ছাত্রজীবনের সূত্রপাত, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে বরাবরই পরীক্ষায় ভালো ফল করতেন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার স্কটিসচার্চ কলেজ থেকে গণিতের সাম্মানিক স্নাতকরূপে শিক্ষাজীবন কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করেন। কিছুদিন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ রূপে কাজ করার পর ২০০২ সালে যোগ দেন ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের রাজস্ব-আধিকারিক পদে। এরপর এই দপ্তরে বিভিন্ন অফিসে যথা- আসানসোল,কুলটি (অবিভক্ত বর্ধমান জেলা), গোসাবা, সোনারপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) প্রভৃতি ব্লকে কর্মরত ছিলেন। বিশেষ রাজস্বআধিকারিক-২ (এস.আর.ও-২) পদে প্রমোশন পেয়ে প্রথমে মালদা জেলায় পরবর্তীতে রাইটাস বিল্ডিং, রাজারহাট, বারাসাত-২, ব্যারাকপুর আরবান সার্ভে অফিস এবং 1st L.A.C., Kolkata প্রভৃতি স্থানে বি.এল. এন্ড এল. আর-ও এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিপালন করেন। সদাহাস্যময়, মধুর ও সুভদ্র ব্যক্তিত্বের গুণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিভিন্ন কাজের সূত্রে আসা মানুষজন এবং উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীবৃন্দ—প্রত্যেকের কাছেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল চোখে পড়ার মত। বৃত্তিগত কাজে নৈপুণ্য, স্বভাবগত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সমাহারে সুদক্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরূপে ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগে তিনি ছিলেন বিশেষ সমাদৃত।

দরদী মনের অধিকারী শ্রী মাইতির দায়িত্বশীলতা ও দায়বোধের পরিচয় পরিস্ফূটিত হয়েছিল সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মেও। সহকর্মী, সহযোদ্ধাবন্ধুদের সঙ্গে অনায়াসে তিনি গড়ে তুলতে পারতেন এক নিবিড় অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক। তাঁদের প্রতিটি প্রয়োজনে শ্রী মাইতির আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়াস, যে কোন সমস্যা নিরসনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোভাব অনুগামীদের কাছে তাঁকে 'কাছের মানুষ, কাজের মানুষ'—এই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সঙ্গত কারণেই।

পাশাপাশি পারিবারিক দায়-দায়িত্ব প্রতিপালনের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে থাকার সুবাদেও তাঁর পরার্থপর, ইতিবাচক মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটত বারেবারেই এবং সেই সূত্রে বয়ঃক্রমনির্বিশেষে সমাজের নানা স্তরের বহু মানুষ ছিলেন তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ও গুণমুগ্ধ।

'সংগঠন' শ্রী মাইতির কাছে ছিল এক 'বৃহৎ পরিবার'-এর মতই, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অনুগামীদের সঙ্গে সুখেদুঃখে জড়িয়ে থাকার মানসিকতা, সহমর্মিতাবোধ সাংগঠনিক নেতৃত্বরূপে তাঁকে এক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল নিঃসন্দেহে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জেলা-সম্পাদক, মালদা-মুর্শিদাবাদ জোনের জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকরূপে বিভিন্ন কার্যকালে দায়িত্বপালন করার পর ২০১৪ সালে সমিতির চতুর্দশ রাজ্য-সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর-সম্পাদক এবং অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক রূপে তাঁর ভূমিকা নানাদিক থেকেই বিশেষভাবে মনে রাখার মত। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে সাংগঠনিক কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে নিরলস পরিশ্রম, সহযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার ক্ষমতা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। করোনাকালের দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন জেলা কমিটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে রাজ্যবাপী দুর্গত মানুষদের কাছে সহায়তা পৌঁছে দেবার কর্মসূচীগুলোকে সফল করে তুলতে শ্রীমাইতি এক 'সেতুবন্ধ'-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন; অনুগামীদের সুখেদুঃখে পাশে থাকার পাশাপাশি তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আমাদের প্রিয় সংগঠনের নীতি ও আদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাশীলতায়, সাংগঠনিক পরিসরে তার প্রয়োগ ঘটানোর মুন্সীয়ানায় বিশ্বজিৎ মাইতির জীবনকৃতিতে এই বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছিল—'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' 'বৃহৎ জগৎ' থেকে বিমুখ স্বার্থমগ্নতার কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ যে-জীবন, সামষ্টিক কল্যাণ যে ভোগবাদী সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত তার গণ্ডি ছাড়িয়ে যে মুক্ত জীবনপ্রবাহ স্পন্দিত হয় এক সুষম সমাজব্যবস্থার স্বপ্নে, বিশ্বজিৎ মাইতির স্বল্পায়ু জীবনে সেই সদর্থকতার দ্যুতিই উদ্ভাসিত হয়েছিল হিরণকিরণের মত।

সহধর্মিনী ও একমাত্র পুত্রসহ প্রয়াত বিশ্বজিৎ মাইতির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই সভার পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে তাঁর অমলিন স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করি সুগভীর শ্রদ্ধা।

বিশ্বজিৎ মাইতি অমর রহে।

বিশ্বজিৎ মাইতি তোমায় জানাই লাখো সেলাম।

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে—

প্রাক্তন সাংসদ ও গণ-আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব **বাসুদেব আচারিয়া,**

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব **সমীর ভট্টাচার্য,**

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক **সমরেশ মজুমদার,**

বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব **সেলিম দুরানি, মহম্মদ হাবিব, রবার্ট চার্লটন, হিথ স্ট্রিক,**

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব **প্রকাশ সিং বাদল, উম্মেন চান্ডি,**

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী **বিকাশ সিংহ, সি. আর রাও,**

কার্টুনিস্ট **অমল চক্রবর্তী,**

প্রখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার **সৌম্যেন্দু রায়,**

চীনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **লি জে কিয়াং,**

'কিং অফ ক্যালিপসো' **হ্যারি বেলাফন্টে,**

আমেরিকান গায়িকা **টিনা টার্নার,**

প্রবীণ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ও শিক্ষক **রাজেশ্বর ভট্টাচার্য** প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।

ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্পসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ঘটনায়, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণে—এই সময়কালে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। জায়নবাদী আগ্রাসনের বলি হয়েছেন গাজা ভূখণ্ডের শিশু ও মহিলাসহ সহস্রাধিক নিরীহ ও সাধারণ মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসার তাণ্ডবে প্রাণ হারিয়েছেন রাজ্যের অনেক সহ-নাগরিক।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

বর্দ্ধিত জেলা - কমিটি সভা

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ
২য়-৫ম সংখ্যা

আলো

মার্চ-অক্টোবর ২০২৩

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

- কেন্দ্রীয় কমিটি -

" তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি..."

শ্রদ্ধায়- স্মরণে-
সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব

অলক গুপ্ত
ও
বিশ্বজিৎ মাইতি

স্মরণ সভা

মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলকাতা
৫ই আগস্ট, ২০২৩, বিকেল ৩ টে

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়,
মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯